BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (6TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : AMBIA KIRAM (A) part1

বুখারী শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

banglainternet.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (ষষ্ঠ খণ্ড)

আবূ 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭০০/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪১
ISBN : 984-06-0542-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৩
আষাঢ় ১৪১০
রবিউস্ সানি ১৪২৪

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ্ পাহ্লোয়ান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (6TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
June 2003

Price : Tk 200.00 ; US Dollar : 7.00

banglainternet.com

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ আম্বিয়া কিরাম (আ)

আম্বিয়া কিরাম (আ) ১৯
আদম (আ) ও তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি ২০
আত্মাসমূহ (রূহজগতে) একত্র ছিল ২৮
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম... ... ... ২৯
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর নিশ্চয়ই ইলিয়াসও রাসূলগণের মধ্যে একজন ছিলেন ৩৩
ইদ্‌রীস (আ)-এর বর্ণনা। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি ৩৩
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর আমি আদ জাতির নিকট তাদেরই ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম ৩৭
ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা ৩৯
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ (হে নবী) তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে ৪০
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আর আল্লাহ্ ইব্‌রাহীম (আ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন... ... ... ৪৩
يزفون অর্থ দ্রুত চল ৫১
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ (হে মুহাম্মদ (সা)) আপনি তাদেরকে ইব্‌রাহীম (আ)-এর মেহমানগণের ঘটনা জানিয়ে দিন ৬৭
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ এবং স্মরণ করুন এই কিতাবে (কুরআনে) ইসমাঈলের কথা, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ ৬৮
নবী ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (আ)-এর ঘটনা ৬৯
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন ইয়াকুব-এর মৃত্যুকাল এসে হাজির হয়েছিল তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে। যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিলেন... ... ... ৭০
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ করুন লূত (আ)-এর কথা যখন তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিলেন তোমরা কি অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকবে....এই সতর্ককৃত ৭০
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ এরপর যখন আল্লাহ্র ফিরিশ্‌তাগণ লূত পরিবারে আসলেন ৭১
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর সামুদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই সালিহকে (আ) আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম ৭২

banglainternet.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন ইয়াকুব (আ)-এর নিকট মৃত্যু এসেছিল, তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে ?	৭৫
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে	৭৫
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (আর স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা যখন তিনি তার রবকে ডাকলেন	৮১
আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর স্মরণ কর, এই কিতাবে মূসার কথা। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত	৮২
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে ? তিনি যখন আগুন দেখলেন	৮৪
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (হে মুহাম্মদ (সা)) আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে ?	৮৫
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত	৮৬
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে ত্রিশ রাতের	৮৮
বন্যা জনিত তুফান, মড়ককেও তুফান বলা হয়	৮৯
খাযির (আ) ও মূসা (আ)-এর সম্পর্কিত ঘটনা	৮৯
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়	৯৯
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ করুন, যখন মূসা (আ) তার কাওমকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবাহের আদেশ দিয়েছেন	১০০
মূসা (আ)-এর ওফাত ও পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা	১০০
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ্ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন	১০৩
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই কারূন মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত	১০৪
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর নিশ্চয়ই ইউনুস রাসূলগণের অন্তর্গত ছিলেন	১০৪
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম	১০৫
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন	১০৮
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি দাউদকে যাবূর দিয়েছি	১০৮
দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় এবং তাঁর পদ্ধতিতে সাওম পালন আল্লাহ্‌র নিকট অধিক পছন্দনীয়	১১১
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ-এর কথা	১১২
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং দাউদকে সুলায়মান দান করলাম	১১৪
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই আমি লোকমানকে হিকমত দান করেছি	১১৮
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আপনি তাদের নিকট এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যাদের নিকট রাসূল এসেছিল	১১৯
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এ বর্ণনা হলো তাঁর বিশেষ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার রবের রহমত দানের	১২০

banglainternet.com

বিষয় পৃষ্ঠা

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর, কিতাবে মারিয়ামের ঘটনা ... ১২১
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ করুন যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, হে মারিয়াম,
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে মনোনীত করেছেন ... ১২২
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলল, হে মারিয়াম!
আল্লাহ্‌ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমা দ্বারা সুসংবাদ দান করেছেন ... ১২৩
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ হে আহলে কিতাব ! তোমরা তোমাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না ... ১২৫
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ স্মরণ কর, এ কিতাবে মারিয়ামের কথা যখন সে তাঁর পরিজন
বনী ইসরাঈলের থেকে পৃথক হলো ... ১২৬
ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা ... ১৩৪
বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর বিবরণ ... ১৩৫
একজন শ্বেতীরোগী, টাকওয়ালা ও অন্ধের বিবরণ ... ১৪২
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আসহাবে কাহাফ ও রাকীম সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ... ১৪৫
গুহার ঘটনা ... ১৪৬
পরিচ্ছেদ ... ১৪৮
মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য ... ১৬১
পরিচ্ছেদ ... ১৬৪
কুরাইশ গোত্রের মর্যাদা ... ১৬৫
কুরআন করীম কুরাইশের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে ... ১৬৮
ইয়ামানবাসীর সম্পর্ক ইসমাঈল (আ)-এর সঙ্গে ... ১৬৯
পরিচ্ছেদ ... ১৭০
আসলাম, গিফার, মুযায়না, জুহায়না ও আশজা আলোচনা ... ১৭২
যমযম কূপের কাহিনী ... ১৭৪
কাহতান গোত্রের আলোচনা ... ১৭৮
জাহেলী যুগের মত সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ ... ১৭৮
খুযা'আ গোত্রের কাহিনী ... ১৮০
আরবের মূর্খতা ... ১৮১
যে ব্যক্তি ইসলাম ও জাহিলী যুগে পিতৃপুরুষের প্রতি সম্পর্ক আরোপ করল ... ১৮১
ভাগ্নে ও আযাদকৃত গোলাম নিজের গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত ... ১৮৩
হাবশীদের ঘটনা এবং নবী (সা)-এর উক্তি হে আরফিদা ... ১৮৩
যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার বংশকে গালমন্দ দেয়া না হোক ... ১৮৪
নবী (সা)-এর নামসমূহ আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ... ১৮৫
খাতামুন নাবীঈন ... ১৮৬
নবী (সা)-এর ওফাত ... ১৮৭

banglainternet.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবী করীম (সা)-এর উপনামসমূহ	১৮৮
পরিচ্ছেদ	১৮৯
মোহরে নবুওয়াত	১৮৯
নবী করীম (সা) সম্পর্কে বর্ণনা	১৯০
নবী (সা)-এর চোখ বন্ধ থাকত কিন্তু তাঁর অন্তর থাকত বিনিদ্র	২০১
ইসলাম আগমনের পর নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহ	২০২
মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ কাফিরগণ নবী (সা)-কে সেরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে	২৪৬
মুশরিকরা মুজিযা দেখানোর জন্য নবী করীম (সা)-কে আহবান জানালে তিনি চাঁদ দু'টুকরা করে দেখালেন	২৪৭
পরিচ্ছেদ	২৪৮
নবী (সা)-এর সাহাবা কেরামের ফযীলত	২৫৩
মুহাজিরগণের মর্যাদা ও ফযীলত	২৫৬
নবী করীম (সা)-এর উক্তি আবূ বকর (রা)-এর দরজা ব্যতীত সব দরজা বন্ধ করে দাও	২৫৮
নবী করীম (সা)-এর পরেই আবূ বকরের মর্যাদা	২৫৯
নবী করীম (সা)-এর উক্তি ঃ আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম	২৬০
পরিচ্ছেদ	২৬১
উমর ইব্‌ন খাত্তাব আবূ হাকাম কুরায়শী আদাবী (রা)-এর ফযীলত	২৭৭
উসমান ইব্‌ন আফফান আবূ আমর কুরাইশী (রা)-এর ফযীলত ও মর্যাদা	
উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর প্রতি বায়'আত ও তাঁর উপর (জনগণের) ঐকমত্য হওয়ার ঘটনা	২৮৭
আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবূ তালিব কুরায়শী হাশেমী (রা)-এর মর্যাদা	৩০০
জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব হাশিমী (রা)-এর মর্যাদা	৩০৫
আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর আলোচনা	৩০৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আত্মীয়দের মর্যাদা এবং ফাতিমা বিনতে নবী (সা)-এর মর্যাদা	৩০৭
যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর মর্যাদা	৩০৯
তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর মর্যাদা	৩১২
সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস যুহ্‌রীর (রা)-এর মর্যাদা	৩১৩
নবী করীম (সা)-এর জামাতা সম্পর্কে বর্ণনা। আবুল আস ইব্‌ন রাবী তাদের মধ্যে একজন	৩১৫
নবী করীম (সা) মাওলা যায়েদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর মর্যাদা	৩১৬
উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা)-এর আলোচনা	৩১৭
আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর মর্যাদা	৩২০
আম্মার ও হুযায়ফা (রা)-এর মর্যাদা	৩২১
আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা)-এর মর্যাদা	৩২৩
মুস'আব ইব্‌ন উমায়ের (রা)-এর বর্ণনা	৩২৪

banglainternet.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর মর্যাদা	৩২৪
আবূ বকর (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) বিলাল ইব্ন রাবাহ (রা)-এর মর্যাদা	৩২৭
আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মর্যাদা	৩২৮
খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)-এর মর্যাদা	৩২৮
আবূ হুযায়ফা (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম (র)-এর মর্যাদা	৩২৯
আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মর্যাদা	৩৩০
মু'আবিয়া (রা)-এর আলোচনা	৩৩২
ফাতিমা (রা)-এর ফযীলত	৩৩৩
আয়েশা (রা)-এর ফযীলত	৩৩৪
আনসারগণের মর্যাদা	৩৩৮
নবী করীম (সা)-এর উক্তিঃ যদি হিজরত না হত তবে আমি একজন আনসারই হতাম	৩৪০
নবী করীম (সা) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন	৩৪১
আনসারদের প্রতি ভালবাসা	৩৪৩
আনসারদের লক্ষ্য করে নবী (সা)-এর উক্তি ঃ মানুষের মাঝে তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়	৩৪৪
আনসারদের অনুসারিগণ	৩৪৫
আনসার গোত্রগুলোর মর্যাদা	৩৪৬
আনসারদের সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর উক্তি ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, পরিশেষে আমার সঙ্গে হাওযে কাউসারের নিকট সাক্ষাত করবে	৩৪৭
নবী করীম (সা)-এর দু'আ হে আল্লাহ্! আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করুন	৩৪৮
আল্লাহ্র বাণী ঃ আর তা (আনসারগণ) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়	৩৫০
নবী করীম (সা)-এর উক্তি ঃ তাদের (আনসারদের) নেক্কারদের পক্ষ হতে (উত্তম কার্য) কবূল কর এবং তাদের ত্রুটি বিচ্যুতিকারীদের ক্ষমা করে দাও	৩৫১
সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৩
উসাইদ ইব্ন ওযাইর ও আব্বাদ ইব্ন বিশর (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৫
মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৫
সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৬
উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৭
যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৮
আবূ-তালহা (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৮
আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৯
নবী করীম (সা)-এর সাথে খাদীজা (রা)-এর বিবাহ এবং তাঁর ফযীলত	৩৬২
জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা)-এর আলোচনা	৩৬৫

banglainternet.com

বিষয় পৃষ্ঠা

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান 'আব্বাসী (রা)-এর আলোচনা ... ৩৬৬
উতবা ইব্‌ন রাবী'আর কন্যা হিন্দার আলোচনা ... ৩৬৭
যায়েদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা)-এর ঘটনা ... ৩৬৭
কা'বা গৃহের নির্মাণ ... ৩৭০
জাহিলিয়াতের (ইসলাম পূর্ব) যুগ ... ৩৭১
জাহিলী যুগে কাসামা ... ৩৭৮
নবী করীম (সা)-এর নবূয়্যাত লাভ ... ৩৮৩
নবী করীম (সা)-ও সাহাবীগণ মক্কাবাসী মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করেছেন তার বিবরণ ... ৩৮৪
আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ৩৮৭
সা'দ (ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ৩৮৮
জ্বিনদের আলোচনা এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (হে রাসূল (সা)) বলুন, আমার নিকট ওহী এসেছে যে, একদল জ্বিন মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করেছে ... ৩৮৮
আবূ যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ৩৯০
সা'ঈদ ইব্‌ন যায়েদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ৩৯৩
উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ... ৩৯৩
চন্দ্র খণ্ডিত হওয়া ... ৩৯৭
হাবশায় হিজরত ... ৩৯৮
বাদশাহ্ নাজাশীর মৃত্যু ... ৪০৩
নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের শপথ গ্রহণ ... ৪০৫
আবূ তালিবের ঘটনা ... ৪০৫
ইসরার ঘটনা ... ৪০৭
মি'রাজের ঘটনা ... ৪০৮
মক্কায় (থাকাকালীন) নবী (সা)-এর কাছে আনসারের প্রতিনিধি দল এবং আকাবার বায়'আত ... ৪১৪
আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে নবী (সা)-এর বিবাহ; তাঁর মদীনা আগমন এবং আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে তাঁর বাসর যাপন ... ৪১৭
নবী (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত ... ৪১৯
নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের মদীনায় শুভাগমন ... ৪৪৬
হজ্জ আদায়ের পর মুহাজিরগণের মক্কায় অবস্থান ... ৪৫৩
পরিচ্ছেদ ... ৪৫৪
নবী করীম (সা)-এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ! আমার সাহাবাদের হিজরতকে বহাল রাখুন এবং মক্কায় মৃত সাহাবীদের জন্য শোক প্রকাশ ... ৪৫৫
নবী করীম (সা) কিভাবে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন ... ৪৫৬

banglainternet.com

বিষয় পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ ৪৫৭
নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর খিদমতে ইয়াহূদীদের উপস্থিতি ৪৬০
সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ৪৬২

অধ্যায় ঃ মাগাযী

'উশায়রা বা 'উসায়রার যুদ্ধ - ৪৬৫
বদর যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী (সা)-এর ভবিষ্যৎ বাণী ৪৬৬
বদর যুদ্ধের ঘটনা ৪৬৯
মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট
সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে ৪৭০
পরিচ্ছেদ ৪৭২
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা ৪৭২
কুরাইশ কাফির তথা– শায়বা, 'উতবা, ওয়ালীদ এবং আবূ জেহেল ইব্ন হিশামের বিরুদ্ধে
নবী (সা)-এর দু'আ এবং এদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ৪৭৪
আবূ জেহেল নিহত হওয়ার ঘটনা ৪৭৫
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মর্যাদা ৪৮৪
পরিচ্ছেদ ৪৮৭
বদর যুদ্ধে ফিরিশ্তাদের অংশগ্রহণ ৪৯৫
পরিচ্ছেদ ৪৯৭
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা ৫১৬
দুই ব্যক্তির দিয়াতের (রক্তপণ) ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য রাসূল (সা)-এর
বনূ নাযীর গোত্রের নিকট যাওয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাদের গাদ্দারী সংক্রান্ত ঘটনা ৫১৭
কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যা ৫২৪
আবূ রাফি' আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবুল হুকায়কের হত্যা ৫২৭

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ

অধ্যায় ঃ আম্বিয়া কিরাম (আ)

٢٠٠٠ بَابُ خَلْقِ اٰدَمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ : وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً صَلْصَالٌ طِيْنٌ خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلْصِلُ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْتِنٌ يُرِيْدُوْنَ بِهِ صَلٌّ ، كَمَا يُقَالُ : صَرَّ الْبَابُ ، وَصَرْصَرَ عِنْدَ الْأِغْلَاقِ ، مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِىْ كَبَبْتُهُ فَمَرَّتْ بِهِ اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَاَتَمَّتْهُ اَنْ لَا تَسْجُدَ اَنْ تَسْجُدَ

banglainternet.com

وَقَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ اِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

فِىْ كَبَدٍ فِىْ شِدَّةِ خَلْقٍ وَرِيْشًا الْمَالُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرِّيَاشُ وَالرِّيْشُ
وَاحِدٌ وَهُوَ مَاظَهَرَ بَيْنَ اللِّبَاسِ مَاتُمْنُوْنَ ، النُّطْفَةُ فِىْ اَرْحَامِ النِّسَاءِ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ، النُّطْفَةُ فِى الْاِحْلِيْلِ ، كُلُّ
شَىْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ ، السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوَتْرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ
تَقْوِيْمٍ فِىْ اَحْسَنِ خَلْقٍ ، اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ ، خُسْرٍ ضَلَالٍ ثُمَّ
اسْتَثْنٰى فَقَالَ اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ ، لاَزِبٍ لاَزِمٍ ، نُنْشِئُكُمْ فِىْ اَىِّ خَلْقٍ نَشَاءُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظِّمُكَ وَقَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ هُوَ قَوْلُهُ رَبَّنَا
ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا فَاَزَلَّهُمَا وَقَالَ اسْتَزَلَّهُمَا وَيَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ اٰسِنٌ مُتَغَيِّرٌ
وَالْمَسْنُوْنُ الْمُتَغَيِّرُ حَمَاٍ جَمْعُ حَمْاَةٍ وَهُوَ الطِّيْنُ الْمُتَغَيِّرُ ، يَخْصِفَانِ
اَخْذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَتِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ اِلٰى
بَعْضٍ سَوْاٰتُهُمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا ، وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ، هَاهُنَا اِلٰى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالْحِيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ اِلٰى مَالاَ يُحْصٰى عَدَدُهُ
قَبِيْلُهُ جِيْلُهُ الَّذِىْ هُوَ مِنْهُمْ

২০০০. পরিচ্ছেদ ঃ আদম (আ) ও তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি। আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি। (২ ঃ ৩০) صَلْصَالٌ বালি মিশ্রিত শুকনো মাটি যা শব্দ করে যেমন আগুনে পোড়া মাটি শব্দ করে। আরো বলা হয়, তাহল দুর্গন্ধযুক্ত মাটি। আরবরা এ নিয়ে صَل এর অর্থ নিয়ে থাকে, যেমন তারা দরজা বন্ধ করার শব্দের ক্ষেত্রে صَرَّ الْبَابُ এবং صَرْصَرَ শব্দদ্বয় ব্যবহার করে থাকে। অনুরূপ كَبْكَبْتُه এর অর্থ كَبَبْتُه নিয়ে থাকে। فَمَرَّتْ بِهِ তার গর্ভ স্থিতি লাভ করল এবং এর মেয়াদ পূর্ণ করল। اَنْ لاَ تَسْجُدَ -এর لاَ শব্দটি অতিরিক্ত। اَنْ تَسْجُدَ অর্থ সিজদা করতে।

banglainternet.com

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি। (২ ঃ ৩০) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ এর অর্থ কিন্তু তার ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক। فِيْ كَبَدٍ - সৃষ্টিগত ক্লেশের মধ্যে وَرِيْشًا - এর অর্থ সম্পদ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছাড়া অন্যেরা বলেন, اَلرِيَاشُ এবং الرِيْشُ উভয়ের একই অর্থ। আর তা হল পরিচ্ছদের বাহ্যিক দিক। مَا تُمْنُوْنَ - স্ত্রীলোকদের জরায়ুতে পতিত বীর্য। আর মুজাহিদ (র) আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ -এর অর্থ বলেছেন, পুরুষের লিঙ্গে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ্ সক্ষম। আল্লাহ্ সকল বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আকাশেরও জোড়া আছে, কিন্তু আল্লাহ্ বেজোড়। فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ উত্তম আকৃতিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত সকলেই হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে। خُسْرٍ - পথভ্রষ্ট। এরপর استثناء করে আল্লাহ্ বলেন, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত। لَازِبٍ অর্থ আঠালো। ننشئكم অর্থ যে কোন আকৃতিতে আমি ইচ্ছা করি তোমাদেরকে সৃষ্টি করব। نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ - অর্থ আমরা প্রশংসার সাথে আপনার মহিমা বর্ণনা করব। আর আবুল আলীয়া (র) বলেন, অতঃপর আদম (আ) যা শিক্ষা করলেন, তা হলো তাঁর উক্তি ; "হে আমাদের রব ! আমরা আমাদের নফসের ওপর যুলুম করেছি।" তিনি আরো বলেন, فَاَزَلَّهُمَا - শয়তান তাদের উভয়কে পদস্খলিত করল। يَتَسَنَّهْ পরিবর্তিত হবে। اَسِنٌ - পরিবর্তিত। اَلْمَسْنُوْنُ - পরিবর্তিত। حَمَاءٌ - শব্দটি حَمْأَةٌ শব্দের বহুবচন। যার অর্থ গলিত কাদা মাটি। يَخْصِفَانِ - তারা উভয়ে (আদম ও হাওয়া) জান্নাতের পাতাগুলো জোড়া দিতে লাগলেন। (জোড়া দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করলেন।) سَوْاٰتِهِمَا -দ্বারা তাদের উভয়ের লজ্জাস্থানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ - এর অর্থ এখানে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। আর আরববাসীগণ اَلْحِيْنُ - শব্দ দ্বারা কিছু সময় থেকে অগণিত সময়কে বুঝিয়ে থাকেন। قَبِيْلُهُ - এর অর্থ তার ঐ দল যাদের মধ্যে সেও শামিল

banglainternet.com

٣٠٩١ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ : اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ النَّفَرُ

مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَاسْتَمِعْ مَايُحَيُّوْنَكَ بِهِ فَاِنَّهُ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتّٰى الْاٰنَ ـ

৩০৯১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। এরপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও। ঐ ফিরিশ্‌তা দলের প্রতি সালাম কর। এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিরূপে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। তারপর আদম (আ) (ফিরিশ্‌তাদের) বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম"। ফিরিশ্‌তাগণ তার উত্তরে "আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" বললেন। ফিরিশ্‌তারা সালামের জওয়াবে "ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

٣٠٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلٰى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً لاَيَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ ، وَلاَ يَتْفِلُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ ، اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الاَلُوَّةُ الْاَنْتَجُوْجُ عُوْدُ الطِّيْبِ وَاَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ ، عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ ـ

banglainternet.com

৩০৯২ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল

তারকার মত। তারা না করবে পেশাব আর না করবে পায়খানা। তাদের থুথু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষ্মাও বের হবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিস্‌কের ন্যায় সুগন্ধপূর্ণ। তাদের ধনুচি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের। বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরগণ হবেন তাদের স্ত্রী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই। তারা সবাই তাদের আদি-পিতা আদম (আ)-এর আকৃতিতে হবেন। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত বিশিষ্ট।

٣٠٩٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْىِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ الْغُسْلُ اِذَا احْتَلَمَتْ ، قَالَ نَعَمْ : اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ ، فَضَحِكَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ ـ

৩০৯৩ মুসাদ্দাদ (র) ..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদের ওপর গোসল ফরয হবে ? তিনি বললেন, হাঁ। যখন সে বীর্য দেখতে পাবে। এ কথা শুনে উম্মে সালামা (রা) হাসলেন এবং বললেন, মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয় ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা না হলে সন্তান তার সদৃশ হয় কিভাবে।

٣٠٩٤ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ، فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنِّىْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ نَبِىٌّ قَالَ مَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَمِنْ اَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ اِلَى اَبِيْهِ ، وَمِنْ اَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ اِلَى اَخْوَالِهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَّرَنِىْ بِهِنَّ اٰنِفًا جِبْرَائِيْلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ

banglainternet.com

تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ ، وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ وَاَمَّا الشَّبَهُ فِى الْوَلَدِ فَاِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَشِىَ الْمَرْاَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ ، وَاِذَا سَبَقَتْ كَانَ الشَّبَهُ لَهَا ، قَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ اِنْ عَلِمُوْا بِاِسْلَامِىْ قَبْلَ اَنْ تَسْاَلَهُمْ بَهَتُوْنِىْ عِنْدَكَ فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ؟ قَالُوْا: اَعْلَمُنَا وَابْنُ اَعْلَمِنَا وَاَخْيَرُنَا وَابْنُ اَخْيَرِنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ؟ قَالُوْا اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَوَقَعُوْا فِيْهِ ـ

৩০৯৪ ইব্ন সালাম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের কাছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর মদীনায় আগমনের খবর পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর কাছে আসলেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যার উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? আর সর্বপ্রথম খাবার কি, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কি কারণে সন্তান তার পিতার সাদৃশ্য লাভ করে? আর কিসের কারণে (কোন কোন সময়) তার মামাদের সাদৃশ্য হয়? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এইমাত্র জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সে তো ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহস্য এই যে পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্খলিত হয় তবে সন্তান তার সদৃশ হবে আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের পূর্বে স্খলিত হয় তখন সন্তান তার সাদৃশ্যতা লাভ করে। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহূদীরা অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা রটনা করবে। তারপর ইয়াহূদীরা এলো এবং আবদুল্লাহ (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

banglainternet.com

তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম কেমন লোক ? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, এতে তোমাদের অভিমত কি হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুক। এমন সময় আবদুল্লাহ (রা) তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়ে গেল।

٣٠٩٥ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِيْ لَوْلاَ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا ـ

৩০৯৫ বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈল যদি না হত তবে গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হতো না।। আর যদি হাওয়া (আ) না হতেন তবে কোন নারীই তার স্বামীর খেয়ানত করত না।[১]

٣٠٩٦ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُوْسَى بْنُ حِزَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ـ

৩০৯৬ আবূ কুরায়ব ও মূসা ইব্ন হিযাম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা নারীদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা

১. মূসা (আ)-এর সময় বনী ইসরাঈল আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে 'সালওয়া' নামক এক প্রকার পাখীর গোশত জমা করা শুরু করে। ফলে এ জমাকৃত গোশতে পচন ধরে। এ ঘটনা থেকেই গোশতে পচনের সূত্রপাত হয়। হাদীসের দ্বিতীয় অংশে আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। আদম (আ)-এর ফল খাওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী হাওয়ার ভূমিকা ও প্রভাব কম ছিল না। আদি-মাতা হাওয়ার ভূমিকা স্বভাবত নারী জাতি এখনও বহন করে যাচ্ছে। এ দু'টো ঘটনাই হাদীসের উভয় বাক্যের তাৎপর্য। (আইনী)

করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাবার্তা বলবে।

٣٠٩٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ ، فَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ـ

৩০৯৭ উমর ইব্‌ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান স্বীয় মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা রাখা হয়। এরপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা আলাকারূপে পরিণত হয়। তারপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা গোশ্‌তের টুকরার রূপ লাভ করে। এরপর আল্লাহ্ তার কাছে চারটি বিষয়ের নির্দেশ নিয়ে একজন ফিরিশ্‌তা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিয্‌ক এবং সে কি পাপী হবে না পুণ্যবান হবে, এসব লিখে দেন। তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। (ভূমিষ্টের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর আমলের ন্যায় আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়, এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করে থাকে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (প্রথম হতেই) জান্নাতবাসীদের আমলের অনুরূপ আমল করতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়। এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামবাসীদের আমলের অনুরূপ আমল করে থাকে এবং পরিণতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

banglainternet.com

٣٠٩٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ فِى الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ يَارَبِّ نُطْفَةٌ يَارَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَارَبِّ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى يَارَبِّ اَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِى بَطْنِ اُمِّهٖ ـ

৩০৯৮ আবূ নু'মান (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ মাতৃগর্ভে একজন ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করে রেখেছেন। (সন্তান জন্মের সূচনায়) সে ফিরিশ্‌তা বলেন, হে রব ! এ তো বীর্য। হে রব ! এ তো আলাকা। হে রব ! এ তো গোশ্‌তের টুকরা। এরপর আল্লাহ্ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান। তাহলে ফিরিশ্‌তা বলেন, হে রব ! সন্তানটি ছেলে হবে, না মেয়ে হবে ? হে রব ! সে কি পাপীষ্ঠ হবে, না পুণ্যবান হবে ? তার রিয্‌ক কি পরিমাণ হবে, তার আয়ু কত হবে ? এভাবে তার মাতৃগর্ভে সব কিছুই লিখে দেয়া হয়।

٣٠٩٩ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ عَنْ اَنَسٍ يَرْفَعُهُ اَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : لَاَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ اَنَّ لَكَ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَاهُوَ اَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَّا تُشْرِكَ بِىْ فَاَبَيْتَ اِلَّا الشِّرْكَ ـ

৩০৯৯ কায়স ইব্ন হাফস (র) ..... আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি পৃথিবীর সব ধন-সম্পদ তোমার হয়ে যায়, তবে তুমি কি আযাবের বিনিময়ে তা দিয়ে দিবে ? সে উত্তর দিবে, হাঁ। তখন আল্লাহ্ বলবেন, যখন তুমি আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশে ছিলে, তখন আমি তোমার কাছে এর চেয়েও সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করে শিরক করতে লাগলে।

٣١٠٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ـ

banglainternet.com

৩১০০ উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের একাংশ আদম (আ)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন করেছে।

٢٠٠١. بَابُ الْأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ ، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ * وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا

২০০১. পরিচ্ছেদ ঃ আত্মাসমূহ (রূহজগতে) একত্র ছিল। লায়স (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত রূহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ও মতবিরোধ থাকবে।[১] ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়্যুব (র) বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন

٢٠٠٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَادِيَ الرَّأْيِ مَاظَهَرَ لَنَا، اِقْلِعِيْ اَمْسِكِيْ، وَغَارَ التَّنُّوْرُ نَبَعَ الْمَاءُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَجْهُ الْأَرْضِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اَلْجُوْدِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيْرَةِ دَأْبٌ ، حَالٌ : اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ .... اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ -

banglainternet.com

১. অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সকল মানুষের আত্মা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, সুতরাং আত্মাসমূহ পরস্পরে পরিচিত ছিল। আত্মার জগতে যে সকল লোকের আত্মার মধ্যে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচয় ছিল, পার্থিব জগতেও তাদের সাথে পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হবে আর যাদের আত্মার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল না ইহজগতেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে না। (আইনী)

২০০২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ 'আর আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম।' (সূরা হূদ ঃ ২৫) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, بَادِيَ الرَّأْيِ -এর অর্থ যা আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। اَقْلِعِيْ - তুমি থেমে যাও। وَغَارَ التَّنُّوْرُ - পানি সবেগে উৎসারিত হল। আর ইকরিমা (র) বলেন, تنور - অর্থ ভূপৃষ্ঠ। আর মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْجُوْدِيُّ - জযিয়ার একটি পাহাড়। دَأْبٌ - অবস্থা। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আমি নূহকে তার জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম ..... সূরার শেষ পর্যন্ত। (সূরা নূহ ঃ ১)

٣١٠١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : اِنِّيْ لَاُنْذِرُكُمُوْهُ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ اَنْذَرَ قَوْمَهُ ، لَقَدْ اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ ، وَلٰكِنِّيْ اَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ ، وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ -

৩১০১ আবদান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, তারপর দাজ্জালের উল্লেখ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার থেকে সতর্ক করছি আর প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এ দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। নূহ (আ)-ও নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলছি, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি। তা হলো তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই দাজ্জাল কানা, আর আল্লাহ্ কানা নন।

٣١٠٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ : اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّهُ يَجِيْءُ مَعَهُ بِتِمْثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِيْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَاِنِّيْ اُنْذِرُكُمْ بِهِ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ -

banglainternet.com

৩১০২ আবূ নুআঈম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দেব না, যা কোন নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি ? তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবে কানা, সে সাথে করে জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'টি কৃত্রিম ছবি নিয়ে আসবে। অতএব যাকে সে বলবে যে এটি জান্নাত প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম। আর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের ঠিক তেমনি সতর্ক করছি, যেমনি নূহ (আ) তার সম্প্রদায়কে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

٣١٠٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِىْءُ نُوْحٌ وَاُمَّتُهُ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ فَيَقُوْلُ لِاُمَّتِهٖ : هَلْ بَلَّغَكُمْ ، فَيَقُوْلُوْنَ لَا ، مَاجَاءَنَا مِنْ نَبِىٍّ ، فَيَقُوْلُ لِنُوْحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ، فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ ـ

৩১০৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (হাশরের দিন) নূহ এবং তাঁর উম্মত (আল্লাহ্র দরবারে) হাযির হবেন। তখন আল্লাহ্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি (আমার বাণী) পৌঁছিয়েছ ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, হে আমার রব ! তখন আল্লাহ্ তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়েছেন। তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোন নবীই আসেন নি। তখন আল্লাহ্ নূহকে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে ? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন) তখন আমরা সাক্ষ্য দিব। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর এটিই হল আল্লাহ্র বাণী ঃ আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা মানব জাতির ওপর সাক্ষী হও। (২ ঃ ১৪৩) اَلْوَسَطُ - অর্থ ন্যায়বান।

banglainternet.com

٣١٠٤ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا

نَهْسَةً وَقَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُوْنَ بِمَا يَجْمَعُ اللّٰهُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَلاَ تَرَوْنَ اِلٰى مَا اَنْتُمْ فِيْهِ اِلٰى مَابَلَغَكُمْ ، اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ ، فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهٖ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ وَاَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ اَلاَ تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَانَحْنُ فِيْهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ رَبِّيْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ ، اِذْهَبُوْا اِلٰى نُوْحٍ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَانُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ ، وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اَمَا تَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ اَلاَ تَرٰى اِلٰى مَابَلَغَنَا ، اَلاَ تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ ، فَيَقُوْلُ رَبِّيْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ ائْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَيَاْتُوْنِيْ فَاَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لاَ اَحْفَظُ سَائِرَهُ ـ

banglainternet.com

৩১০৪ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে এক যিয়াফতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রান্না করা) ছাগলের বাহু পেশ করা হল, এটা তাঁর কাছে পছন্দীয় ছিল। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান ? আল্লাহ্ কিভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন ? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীর ডাক সবার কাছে পৌঁছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কি অবস্থায় আছ এবং কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম (আ) আছেন। (চল তাঁর কাছে যাই)। তখন সকলে তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন। তিনি ফিরিশ্তাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সিজ্দাও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না ? আপনি দেখেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি ? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হননি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা আমি ব্যতীত অন্যের কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে চলে যাও। তখন তারা নূহ (আ) এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে নূহ! পৃথিবীবাসীদের নিকট আপনিই প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ্ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, আমরা কি ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে আছি ? আপনি দেখছেন না আমরা কতইনা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আছি ? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করবেন না ? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছেন, যা ইতিপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা নবী (মুহাম্মদ ﷺ) -এর কাছে চলে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে আর আমি আরশের নীচে সিজ্দায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র) বলেন, হাদীসের সকল অংশ আমি মুখস্থ করতে পারি নি।

٣١٠٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ ـ

৩১০৫ নাসর ইব্ন আলী (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল কারীদের কিরাআতের ন্যায় فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ তিলাওয়াত করেছেন।

banglainternet.com

٢٠٠٣. بَابٌ وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِذْقَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ اِلٰى وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُذْكَرُ بِخَيْرٍ سَلَامٌ عَلٰى

اٰلِ يَاسِيْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِلْيَاسَ هُوَ اِدْرِيْسُ

২০০৩. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) আর নিশ্চয়ই ইলিয়াসও রাসূলগণের মধ্যে একজন ছিলেন। স্মরণ কর, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কি সাবধান হবে না ? ... ... আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (৩৭ ঃ ১২৩-২২৯) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, (নবীদের কথা) মর্যাদার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ইলিয়াসের প্রতি সালাম। আমি সৎ-কর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম (৩৭ ঃ ১৩০-১৩২) ইব্‌ন মাসউদ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, ইলিয়াস (আ)-ই ছিলেন ইদ্‌রীস (আ)

٢٠٠٤. بَابُ ذِكْرِ اِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

২০০৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইদ্‌রীস (আ)-এর বর্ণনা। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আমি তাঁকে (ইদ্‌রীস) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি। (১৯ ঃ ৫৭)

٣١٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِىْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرَائِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِىْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِىْ صَدْرِىْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَعَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمَّا جَاءَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا جِبْرَائِيْلُ ، قَالَ مَامَعَكَ اَحَدٌ قَالَ مَعِىَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ

banglainternet.com

نَعَمْ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ اِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ اَسْوِدَةٌ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ ، اِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَا جِبْرَائِيْلُ قَالَ هٰذَا اٰدَمُ ، وَهٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ ، فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِىْ عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ ، فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى ، ثُمَّ عَرَجَ بِىْ جِبْرَائِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلُ مَاقَالَ الْاَوَّلُ ، فَفَتَحَ ، قَالَ اَنَسٌ : فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمٰوَاتِ اِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يُثْبِتْ لِىْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ ، غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ اَنَّهُ قَدْ وَجَدَ اٰدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَاِبْرَاهِيْمَ فِى السَّادِسَةِ وَقَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرَائِيْلُ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا عِيْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِاِبْرَاهِيْمَ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ ، قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ اِبْنُ حَزْمٍ ، اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ عَرَجَ بِىْ جِبْرَائِيْلُ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوٰى اَسْمَعُ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ ، قَالَ اِبْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَفَرَضَ

banglainternet.com

اللّٰهُ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى اَمُرَّ بِمُوْسٰى ، فَقَالَ مُوْسٰى : مَا الَّذِىْ فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ فُرِضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً ، قَالَ فَرَاجِعْ رَبَّكَ ، فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَتُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ سَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ ذَالِكَ فَفَعَلْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَتُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ، فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ لاَيُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى بِالسِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ، فَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لاَ اَدْرِىْ مَاهِىَ ، ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤُ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ـ

৩১০৬ আবদান ও আহমাদ ইব্ন সালিহ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ যার (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (লাইলাতুল মি'রাজে) আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। তারপর জিব্‌রাঈল (আ) অবতরণ করলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এরপর তিনি যমযমের পানি দ্বারা তা ধুইলেন। এরপর হিক্‌মত ও ঈমান (জ্ঞান ও বিশ্বাস) দ্বারা পরিপূর্ণ একখানা সোনার তশ্‌তরী নিয়ে আসেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। তারপর আমার বক্ষকে পূর্বের ন্যায় মিলিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিলেন। এরপর যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে পৌঁছলেন, তখন জিব্‌রাঈল (আ) আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে ? জবাব দিলেন, আমি জিব্‌রাঈল। দ্বাররক্ষী বললেন, আপনার সাথে কি আর কেউ আছেন ? তিনি বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ ﷺ আছেন। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? বললেন, হাঁ। তারপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আকাশের উপরে আরোহণ করলাম, হঠাৎ দেখলাম এক ব্যক্তি যার ডানে একদল লোক আর তাঁর বামেও একদল লোক। যখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন আর যখন তাঁর বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (তিনি আমাকে দেখে) বললেন, মারাহাবা ! নেক নবী ও নেক সন্তান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্‌রাঈল! ইনি কে ? তিনি জবাব দিলেন, ইনি আদম (আ) আর তাঁর ডানের ও বামের এ লোকগুলো হলো তাঁর সন্তান (আত্মাসমূহ) এদের মধ্যে ডানদিকের লোকগুলো হলো জান্নাতী আর বামদিকের লোকগুলো হলো জাহান্নামী।

banglainternet.com

অতএব যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। এরপর আমাকে নিয়ে জিব্‌রাঈল (আ) আরো উপরে উঠলেন। এমনকি দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে এসে গেলেন। তখন তিনি এ আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন! দ্বাররক্ষী তাঁকে প্রথম আকাশের দ্বাররক্ষী যেরূপ বলেছিল, অনুরূপ বলল। তারপর তিনি দরজা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর আবূ যার (রা) উল্লেখ করেছেন যে নবী ﷺ আকাশসমূহে ইদ্‌রীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের কার অবস্থান কোন আকাশে তিনি আমার কাছে তা বর্ণনা করেন নি। তবে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (নবী ﷺ) দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে আদম (আ)-কে এবং ষষ্ঠ আকাশে ইব্‌রাহীম (আ)-কে দেখতে পেয়েছেন। আনাস (রা) বলেন, জিবরাঈল (আ) যখন (নবী ﷺ সহ) ইদ্‌রীস (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি (ইদ্‌রীস (আ)) বলেছিলেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই! আপনাকে মারহাবা। (নবী ﷺ বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্‌রাঈল) জবাব দিলেন, ইনি ইদ্‌রীস (আ)! এরপর মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্‌রাঈল (আ)) বললেন, ইনি মূসা (আ)। তারপর ঈসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্‌রাঈল (আ)) জবাব দিলেন, ইনি ঈসা (আ)। অতঃপর ইব্‌রাহীম (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা। হে নেক নবী এবং নেক সন্তান! আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? তিনি (জিবরাঈল (আ)) বললেন, ইনি ইব্‌রাহীম (আ)। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে ইব্‌ন হাযম (র) জানিয়েছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হাইয়্যা আনসারী (রা) বলতেন, নবী ﷺ বলেছেন, এরপর জিব্‌রাঈল আমাকে উর্ধ্বে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটি সমতল স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে কলমসমূহের খসখস শব্দ শুনছিলাম। ইব্‌ন হাযম (র) এবং আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন, তখন আল্লাহ্ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এরপর আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে চললাম। যখন মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, পুনরায় আপনার রবের কাছে ফিরে যান (এবং তা কমাবার জন্য আবেদন করুন।) কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। তখন ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার জন্য আবেদন করলাম। তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে পুনরায় কমাবার আবেদন করুন এবং তিনি (নবী ﷺ) পূর্বের অনুরূপ কথা আবার উল্লেখ করলেন। এবার তিনি (আল্লাহ্) তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম এবং তিনি পূর্বের মত বললেন। আমি তা করলাম। তখন আল্লাহ্ তার এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আরো কমাবার আরয করুন। কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাকী রইল। আর তা সাওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি মূসা (আ)-এর

banglainternet.com

কাছে ফিরে আসলাম। তিনি এবারও বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে আবেদন করুন। আমি বললাম, এবার আমার রবের সম্মুখীন হতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এরপর জিব্‌রাঈল (আ) চললেন এবং অবশেষে আমাকে সাথে করে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখলাম তা এমন অপরূপ রঙে পরিপূর্ণ, যা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। এরপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখলাম এর ইট হচ্ছে মোতির তৈরী আর তার মাটি হচ্ছে মিস্‌ক বা কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত।

٢٠٠٥. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا وَقَوْلِهٖ : اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ اِلٰى قَوْلِهٖ : كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ، فِيْهِ عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ شَدِيْدَةٍ عَاتِيَةٍ ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا مُتَتَابِعَةً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ اُصُوْلُهَا فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٍ

২০০৫. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ) আর আমি আদ জাতির নিকট তাদেরই ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম ..... (সূরা হূদ ঃ ৫০) এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ কর (হূদের কথা) যখন তিনি আহ্‌কাফ অঞ্চলে নিজ জাতিকে সতর্ক করেছিলেন .... এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা (আহ্‌কাফ ঃ ২১-২৫) এ প্রসঙ্গে আতা ও সুলায়মান (র) আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। আরো মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ুর দ্বারা। ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন, প্রবাহিত করেছিলেন তিনি যা নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বিধায় হীনভাবে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত। (সেখানে তুমি থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায়। এরপর তাদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি ? (সূরা হাক্কা ঃ ৫-৮)

banglainternet.com

٣١٠٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا

وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِيْ نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِيْ كِلاَبٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوْا يُعْطِيْ صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا ، قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقٌ ، فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ إِذَا عَصَيْتُ أَيَأْمَنُنِيْ اللّٰهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُوْنِيْ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا ، أَوْ فِيْ عَقِبِ هٰذَا قَوْمٍ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لاَيُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ـ

৩১০৭ মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমাকে ভোরের বায়ু (পুবালী বাতাস) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে আর আদ জাতিকে দাবুর বা পশ্চিমের (এক প্রকার মারাত্মক) বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। ইব্ন কাসীর (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) নবী ﷺ -এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। (১) আল-আকরা ইব্ন হাবেস হানযালী যিনি মাজাশেয়ী গোত্রের ছিলেন (২) উআইনা ইব্ন বদর ফাযারী (৩) যায়েদ ত্বায়ী, যিনি বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন (৪) আলকামা ইব্ন উলাসা আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নবী ﷺ নাজাদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। নবী ﷺ বললেন, আমি ত তাদেরকে (ইসলামের দিকে) আকৃষ্ট করার জন্য মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গণ্ডদ্বয় ঝুলে পড়া; কপাল উঁচু, ঘন দাঁড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন। তখন তিনি

banglainternet.com

বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে কে ? আল্লাহ্ আমাকে পৃথিবীবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছেনআর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ (রা) বলেন) আমি তাকে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) বলে ধারণা করছি। কিন্তু নবী ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। তারপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন নবী ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবেনা। দীন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদিগকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে মুক্তি দেবে। আমি যদি তাদের নাগাল পেতাম তবে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম।

٣١٠٨ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ـ

৩১০৮ খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে (আদ জাতির ঘটনা বর্ণনায়) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ এ আয়াতটি পড়তে শুনেছি।

٢٠٠٦. بَابُ قِصَّةِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ

২০০৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারী। (১৮ ঃ ৯৪)

٢٠٠٧. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ، اِلٰى قَوْلِهِ : قُلْ سَاَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا فَاَتْبَعَ سَبَبًا طَرِيْقًا اِلٰى قَوْلِهِ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ. وَاحِدُهَا زُبْرَةٌ وَهِىَ الْقِطَعُ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْجَبَلَيْنِ وَالسَّدَّيْنِ الْجَبَلَيْنِ خَرَجًا اَجَرًا قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا ،

banglainternet.com

قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا، اُصُبُّ عَلَيْهِ قِطْرًا رَصَاصًا، وَيُقَالُ الْحَدِيْدُ، وَيُقَالُ الصُّفْرُ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : النُّحَاسُ ، فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَظْهَرُوْهُ يَعْلُوْهُ اِسْتَطَاعَ اِسْتَفْعَلَ مِنْ طُعْتُ لَهُ فَلِذٰلِكَ فُتِحَ اَسْطَاعَ يَسْطِيْعُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ اِسْتَطَاعَ يَسْتَطِيْعُ ، وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّىْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ الزَّقَهُ بِالْاَرْضِ وَنَاقَةٌ دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَهَا وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلُهُ حَتّٰى صَلُبَ مِنَ الْاَرْضِ وَتَلَبَّدَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ ، قَالَ قَتَادَةُ حَدَبٌ اَكَمَةٌ ، وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَاَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْحَبِّرِ قَالَ رَاَيْتَهُ .

২০০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ (হে নবী) তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আয়াতে سَبَبًا অর্থ চলাচলের পথ ও রাস্তা। তোমরা আমার কাছে লোহার টুকরা নিয়ে আস (১৮ঃ ৮৩-৯৬)। এখানে زُبَرٌ শব্দটি বহুবচন। একবচনে زُبْرَةٌ অর্থ টুকরা। অবশেষে মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন লোহার স্তূপ দু'পর্বতের সমান হল (১৮ঃ ৯৬)। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, এখন তাতে ফুঁক দিতে থাক। এ আয়াতে اَلصَّدَفَيْنِ শব্দের অর্থ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দু'টি পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। আর- اَلسَّدَّيْنِ -এর অর্থ দু'টি পাহাড়'। خَرْجًا অর্থ পারিশ্রমিক। যুল-কারনাইন বলল, তোমরা হাঁফরে ফুক দিতে থাক। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই (১৮ঃ ৯৬)। قِطْرٌ অর্থ সীসা। আবার লৌহ গলিত পদার্থকেও বলা হয়। এবং তামাকেও বলা হয়। আর ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অর্থ তাম্রগলিত পদার্থ বলেছেন। (আল্লাহর বাণী)ঃ এরপর তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না (১৮ঃ ৯৭)। অর্থাৎ তারা এর উপরে চড়তে সক্ষম হল না। استطاع শব্দটি باب استفعال থেকে طعت له আনা হয়েছে।

banglainternet.com

একে اسط ও يسطيع যবরসহ পড়া হয়ে থাকে। আর কেহ কেহ একে اسطاع يستطيع রূপে পড়েন। (আল্লাহ্‌র বাণী) তারা তা ছিদ্রও করতে পারল না। তিনি বললেন এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পুরা হবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন (১৮ঃ ৯৭-৯৮)। دكاء অর্থ মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। ناقة دكاء বলে যে উটের কুঁজ নেই। دكداك من الارض যমীনের সেই সমতল উপরিভাগকে বলা হয় যা শুকিয়ে যায় এবং উঁচু নিচু না থাকে। (আল্লাহ্‌র বাণী) আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য, সে দিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব, এ অবস্থায় যে, একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে (১৮ঃ ৯৯)। (আল্লাহ্‌র বাণী) এমন কি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতি উচ্চ ভূমি থেকে ছুটে আসবে (২১ঃ ৯৬)। কাতাদা (র) বলেন حدب অর্থ টিলা। এক সাহাবী নবী ﷺ -কে বললেন, আমি প্রাচীরটিকে কারুকার্য খচিত চাদরের মত দেখেছি। নবী ﷺ বললেন, তুমি তা ঠিকই দেখেছ

٣١٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِيْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعِهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا ، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ، قَالَ نَعَمْ : اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ـ

৩১০৯ ইয়াহইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র) ..... যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে (ছিদ্র হয়ে) গেছে। এ কথার বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলির অগ্রভাগকে তার সাথের শাহাদাত আংগুলির অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমাদের মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

banglainternet.com

কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। (তখন অল্প সংখ্যক নেক লোকের বিদ্যমানেই মানুষের ধ্বংস নেমে আসবে।)

٣١١٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِيْنَ ـ

৩১১০ মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এই বলে, তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতি ধারণ করে দেখালেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ শাহাদাত আঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাংগুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন।

٣١١١ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ ، فَيَقُوْلُ : اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ، قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ ، تِسْعَمِاءَةٍ وَتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ ، فَعِنْدَهٗ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَاهُمْ بِسُكَارٰى ، وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ – قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ؟ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ اَلْفًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، قَالَ : مَا اَنْتُمْ فِي النَّاسِ اِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِيْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ ، اَوْكَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِيْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ ـ

banglainternet.com

৩১১১ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ (হাশরের দিন) ডাকবেন, হে আদম (আ) ! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ্ বলবেন জাহান্নামী দলকে বের করে দাও। আদম (আ) বলবেন, জাহান্নামী দল কারা ? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাযারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় (চরম ভয়ের কারণে) ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন (২২ঃ ২)। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! (প্রতি হাযারের মধ্যে একজন) আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য থেকে একজন আর এক হাযারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে।[১] তারপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উম্মত) সমস্ত জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে। (আবূ সাঈদ (রা) বলেন) আমরা এ সুসংবাদ শুনে) আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ হবে। আমরা পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশাকরি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। একথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহু আক্‌বার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কাল পশম অথবা কালো ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি সাদা পশম।

٢٠٠٨. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً ، وَقَوْلِهِ : اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ وَقَوْلِهِ : اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ، وَقَالَ اَبُوْ مَيْسَرَةَ : اَلرَّحِيْمُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ

২০০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আল্লাহ্ ইব্‌রাহীম (আ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (৪ ঃ ১২৫)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম ছিলেন এক উম্মত, আল্লাহ্‌র অনুগত (২৬ ঃ ১২০)। মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম কোমল হৃদয় ও সহনশীল (৯ ঃ ১১৪)। আর আবূ মাইসারাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় اواه শব্দটি اَلرَّحِيْمُ অর্থে ব্যবহৃত হয়

٣١١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ

banglainternet.com

১. সমস্ত মানব জাতির মধ্যে প্রতি হাযারে একজন হবে মুসলিম এবং জান্নাতী আর বাকী নশ'নিরানব্বই জন হবে ইয়াজুজ-মাজুজসহ অমুসলিম ও জাহান্নামী।

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَأَ : كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ ، وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ - وَاَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ ، وَاِنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِيْ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِيْ اَصْحَابِيْ ، فَيُقَالُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيْهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ . . . . . الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

৩১১২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের হাশর ময়দানে খালি পা, বিবস্ত্র এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। এরপর তিনি (এ কথার সমর্থনে) পবিত্র কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ যে ভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার প্রতিশ্রুতি। এর বাস্তবায়ন আমি করবই। (২১ ঃ ১০৪) আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইব্রাহীম (আ)। আর (সে দিন) আমার অনুসারীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে পাকড়াও করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী, এরা তো আমার অনুসারী ! এ সময় আল্লাহ্ বলবেন, যখন আপনি এদের থেকে বিদায় নেন, তখন তারা পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। কাজেই তারা আপনার সাহাবী নয়।' তখন আল্লাহ্র নেক বান্দা (ঈসা (আ)) যেমন বলেছিলেন ; তেমন আমি বলব, হে আল্লাহ্ ! আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক। আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (৫ ঃ ১১৭-১১৮)।

٣١١٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَخِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقٰى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اٰزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلٰى وَجْهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُوْلُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِيْ ، فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لاَ اَعْصِيْكَ ، فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِيْ اَنْ لاَتُخْزِنِيْ يَوْمَ

banglainternet.com

يُبْعَثُوْنَ ، فَاَىُّ خِزْيٍ اَخْزٰى مِنْ اَبِى الْاَبْعَدِ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَاابْرَاهِيْمُ مَاتَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُتَلَطِّخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهٖ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ ـ

৩১১৩ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আ) তার পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমণ্ডলে কালিমা এবং ধূলাবালি থাকবে। তখন ইব্রাহীম (আ) তাকে বললেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না ? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। এরপর ইব্রাহীম (আ) (আল্লাহ্র কাছে) আবেদন করবেন, হে আমার রব ! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে ? তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইব্রাহীম ! তোমার পদতলে কি ? তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার স্থানে সর্বশরীরে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।[১]

٣١١٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيْهِ صُوْرَةَ ابْرَاهِيْمَ وَصُوْرَةَ مَرْيَمَ ، فَقَالَ اَمَا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوْا اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ هٰذَا ابْرَاهِيْمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ ـ

৩১১৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ইব্রাহীম (আ) ও মারইয়ামের ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের (কুরাইশদের) কি হল ? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকবে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তাগণ প্রবেশ করেন না। এ যে ইব্রাহীমের ছবি বানানো হয়েছে, (ভাগ্য নির্ধারক জুয়ার তীর নিক্ষেপরত অবস্থায়) তিনি কেন ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করবেন।

banglainternet.com

১. ইব্রাহীম (আ)-এর আবেদনক্রমে তাঁর পিতার আকৃতি বিবর্তন ঘটিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইব্রাহীম (আ)-কে অপমান হতে রক্ষা করবেন।

٣١١٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَاٰى الصُّوَرَ فِى الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتّٰى اَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ ، وَرَاٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِاَيْدِيْهِمَا الْاَزْلَامَ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْاَزْلَامِ قَطُّ ـ

৩১১৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কা'বা ঘরে ছবিসমূহ দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হলো, সে পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করলেন না। আর তিনি দেখতে পেলেন, ইব্‌রাহীম এবং ইসমাঈল (আ)-এর হাতে ভাগ্য নির্ধারণের তীর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাদের (কুরাইশদের) ওপর লানত বর্ষণ করুক। আল্লাহ্‌র কসম, তাঁরা দু'জন কখনও ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করেন নি।

٣١١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ ، قَالَ اَتْقَاهُمْ ، فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ ، قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ ، قَالُوْا : لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ ، قَالَ فَمَنْ مَعَادِنُ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنَ ، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ، قَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

৩১১৬ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি) আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহ্‌র নবী (ইয়াকুব)-এর পুত্র, আল্লাহ্‌র নবী (ইসহাক)-এর পৌত্র, এবং

আল্লাহ্‌র খলীল (ইব্‌রাহীম)-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞানার্জন করেন। আবূ উসামা ও মু'তামির (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

٣١١٧ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اَتَيَانِ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ طَوِيْلٍ لاَ اَكَادُ اَرٰى رَأْسَهُ طُوْلاً وَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ

৩১১৭ মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) ..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন লোক আসলেন। তারপর আমরা এক দীর্ঘদেহী লোকের কাছে আসলাম। তাঁর দেহ দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। মূলতঃ তিনি ইব্‌রাহীম (আ) ছিলেন।

٣١١٨ حَدَّثَنِىْ بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا النَّضْرُ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَذَكَرُوْا لَهُ الدَّجَّالَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ اَوْ ك ف ر ، قَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا اِلٰى صَاحِبِكُمْ ، وَاَمَّا مُوْسٰى فَجَعْدٌ اٰدَمُ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ بِخُطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ انْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُكَبِّرُ ـ

৩১১৮ বায়ান ইব্‌ন আম্‌র (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে দাজ্জালের কথা উল্লেখ করেছেন। তার (দাজ্জালের) দু' চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে লেখা থাকবে কাফির বা কাফ, ফা, রা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এটা নবী ﷺ-এর কাছে শুনেনি। বরং তিনি বলেছেন, যদি তোমরা ইব্‌রাহীম (আ)-কে দেখতে চাও তবে তোমাদের সাথীর (আমার) দিকে তাকাও আর মূসা (আ) তিনি হলেন কুকড়ানো চুল, তামাটে রং-এর দেহ বিশিষ্ট। তিনি এমন একটি লাল উটের ওপর উপবিষ্ট, যার নাকের রশি হবে খেজুর গাছের ছালের তৈরী। আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে উপত্যকায় অবতরণ করছেন।

banglainternet.com

٣١١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ - تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ وَتَابَعَهُ عَجْلَانُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَرَاوَهُ مُحَمَّدُ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ -

৩১১৯ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নবী ইব্রাহীম (আ) সূত্রধরদের অস্ত্র দ্বারা নিজের খাত্না করেছিলেন এবং তখন তার বয়স ছিল আশি বছর। আব্দুর রহমান ইব্ন ইসহাক (র) আবূ যিনাদ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুগীরা ইব্ন আব্দুর রহমান (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আজলান (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় আরজ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١٢٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ الرُّعَيْنِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلَّا ثَلَاثًا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا ، وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَاَةٌ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا ، قَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ فَقَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكِ

banglainternet.com

أُخْتِيْ فَلاَتُكَذِّبِيْنِيْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ ، فَقَالَ ادْعِي اللّٰهَ لِيْ وَلاَ أَضُرُّكِ ، فَدَعَتِ اللّٰهَ فَأُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ ، فَقَالَ ادْعِي اللّٰهَ لِيْ وَلاَ أَضُرُّكِ ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ ، فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِيْ بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتَنِيْ بِشَيْطَانٍ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيَا ، قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ فِيْ نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِيْ مَاءِ السَّمَاءِ ـ

৩১২০ সাঈদ ইব্ন তালীদ রু'আইনী ও মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার ব্যতীত কখনও কথাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলেন নি। তন্মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহ্ প্রসঙ্গে। তার উক্তি " আমি অসুস্থ" (৩৭ ঃ ৮৯) এবং তাঁর আবার এক উক্তি "বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি। (২১ ঃ ৬৩) বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইব্রাহীম (আ) এবং (তাঁর পত্নী) সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌছলেন। (তা-ছিল মিসর) তখন তাকে (শাসককে) সংবাদ দেয়া হল যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। তার সাথে একজন সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলা রয়েছে। তখন সে (রাজা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এ মহিলাটি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন। তারপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীর উপর আর কোন মু'মিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। এরপর (অত্যাচারী রাজা) সারাকে আনার জন্য লোক পাঠালো। তিনি (সারা) যখন তার (রাজার) কাছে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে (আল্লাহ্র গযবে) পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরতে চাইলো। এবার সে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে কঠিনভাবে (আল্লাহ্র গযবে) পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দু'আ কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দু'আ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তারপর রাজা তার কোন এক দারোয়ানকে ডাকল। সে তাকে বলল, তুমি তো আমার কাছে কোন মানুষ আননি। বরং এনেছ এক শয়তান। তারপর রাজা সারার খেদমতের জন্য হাযেরাকে দান করল। এরপর তিনি (সারা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে আসলেন, তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি (সালাত রত অবস্থায়) হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কি ঘটেছে ? তখন সারা বললেন, আল্লাহ্ কাফির বা

banglainternet.com

ফাসিকের চক্রান্ত তারই বক্ষে ফিরিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তার চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন।) আর সে (রাজা) হাযেরাকে খেদমতের জন্য দান করেছে।[১] আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "হে আকাশের পানির[২] সন্তানগণ! এ হাযেরাই তোমাদের আদি মাতা।

٣١٢١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَوِابْنُ سَلاَمٍ عَنْهُ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

৩১২১ উবাইদুল্লাহ ইব্ন মূসা অথবা ইব্ন সালাম (র) ..... উম্মে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ গিরগিট বা কাকলাশ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাতে এ গিরগিট ফুঁ দিয়েছিল।

٣١٢٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُوْنَ لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ اَوَلَمْ تَسْمَعُوْا اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ يَابُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১২২ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। (৬ঃ ৮২)। তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের ওপর যুলুম করেনি ? তিনি বললেন, তোমরা যা বল ব্যাপারটি তা নয়। বরং তাদের ঈমানকে 'যুলুম' অর্থাৎ শিরক দ্বারা

banglainternet.com

১. ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত তিনটি উক্তি ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলার অর্থ এই- প্রথমটি দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক অসুস্থতা। আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল মূর্তি-পূজারীদেরকে বোকা সাজানো এবং স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য ধর্মীয় সম্পর্ক।

২. আকাশের পানির দ্বারা ইসমাঈল (আ)-এর বংশের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে।

কলুষিত করেনি। তোমরা কি লুকমানের কথা শুননি ? তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, "হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোনরূপ শির্‌ক করো না। নিশ্চয় শির্‌ক একটা চরম যুল্‌ম।" (৩১ঃ ১৩)

٢٠٠٩. بَابُ يَزِفُّوْنَ النَّسَلاَنُ فِى الْمَشْىِ

২০০৯. পরিচ্ছেদ ঃ يزفون অর্থ দ্রুত চলা

٣١٢٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ ، فَذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةِ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ وَخَلِيْلُهُ مِنَ الْاَرْضِ ، اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ ، فَيَقُوْلُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى * تَابَعَهُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৩১২৩ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ -এর সামনে কিছু গোশ্‌ত আনা হল। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একই সমতল ময়দানে সমবেত করবেন। তখন আহ্বানকারী তাদের সকলকে তার আহ্বান সমভাবে শুনাতে পারবে। এবং তাদের সকলের উপর সমভাবে দর্শকের দৃষ্টি পড়বে আর সূর্য তাদের অতি নিকটবর্তী হবে। তারপর তিনি শাফায়াতের হাদীস বর্ণনা করলেন যে, সকল মানুষ ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, পৃথিবীতে আপনি আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর খলীল । অতএব আমাদের জন্য আপনি আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। তখন তিনি ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলা উক্তির কথা স্মরণ করে বলবেন, নাফসী! নাফসী! তোমরা মূসার কাছে যাও। অনুরূপ হাদীস আনাস (রা)-ও নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٣١٢٤ حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ أُمَّ إِسْمٰعِيْلَ لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَمَّا كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرٍ فَحَدَّثَنِيْ قَالَ إِنِّيْ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ جُلُوْسٌ ، مَعَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ مَا هٰكَذَا حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلٰكِنه قَالَ أَقْبَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِإِسْمٰعِيْلَ وَأُمِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ لَمْ يَرْفَعْهُ ـ

৩১২৪ আহ্মদ ইব্ন সাঈদ আবূ আবদুল্লাহ্ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইসমাঈলের মায়ের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি না করতেন, তবে যমযম একটি প্রবহমান ঝরণায় পরিণত হত। আনসারী (র) ইব্ন জুরাইজ (র) সূত্রে বলেন যে, কাসীর ইব্ন কাসীর বলেছেন যে আমি ও উসমান ইব্ন আবূ সুলায়মান (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে এরূপ বলেন নি বরং তিনি বলেছেন, ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) এবং তাঁর মাকে নিয়ে আসলেন। মা তখন তাঁকে দুধ পান করাতেন এবং তাঁর সাথে একটি মশক ছিল। এ অংশটি মারফূরূপে বর্ণনা করেন নি।

٣١٢٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأٰخِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمٰعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيْمُ وَبِابْنِهَا إِسْمٰعِيْلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتّٰى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِيْ أَعْلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفّٰى إِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا ،

banglainternet.com

فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمٰعِيْلَ ، فَقَالَتْ يَاإِبْرَاهِيْمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِى ، الَّذِىْ لَيْسَ فِيْهِ أَنِيْسٌ وَلاَ شَىْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مِرَارًا ، وَجَعَلَ لاَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ آللّٰهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ ، قَالَتْ إِذَنْ لاَ يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيْمُ حَتّٰى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَيَرَوْنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلاَءِ الدَّعْوَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : رَبِّ إِنِّىْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ حَتّٰى بَلَغَ يَشْكُرُوْنَ ، وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمٰعِيْلَ تُرْضِعُ إِسْمٰعِيْلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ ، حَتّٰى إِذَا نَفِدَ مَافِى السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوّٰى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِى الْأَرْضِ يَلِيْهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِىَ تَنْظُرُ هَلْ تَرٰى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِىَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْوَادِىَ ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرٰى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ،

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَذٰلِكَ سَعْىُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَاثٌ ، فَإِذَا هِىَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ ، حَتّٰى ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هٰكَذَا ، وَجَعَلَتْ

banglainternet.com

تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِيْ سِقَائِهَا ، وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَاتَغْرِفُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ أُمَّ اِسْمٰعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا ، قَالَ فَشَرِبَتْ وَاَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَاتَخَافِي الضَّيْعَةَ ، فَاِنَّ هَاهُنَا بَيْتَ اللّٰهِ يَبْنِيْ هٰذَا الْغُلَامُ وَاَبُوْهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضَيِّعُ اَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاْتِيْهِ السُّيُوْلُ ، فَتَاْخُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتّٰى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ اَوْ اَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءَ فَنَزَلُوْا فِيْ اَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَاَوْ طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا اِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلٰى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِيْ وَمَا فِيْهِ مَاءٌ فَاَرْسَلُوْا جَرِيًّا اَوْ جَرِيَّيْنِ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوْا فَاَخْبَرُوْهُمْ بِالْمَاءِ فَاَقْبَلُوْا ، قَالَ وَاُمُّ اِسْمٰعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ ، فَقَالُوْا اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ ، فَقَالَتْ نَعَمْ : وَلٰكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ ، قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَلْفٰى ذٰلِكَ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْاُنْسَ فَنَزَلُوْا وَاَرْسَلُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِهَا اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَاَنْفَسَهُمْ وَاَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ ، فَلَمَّا اَدْرَكَ زَوَّجُوْهُ اِمْرَاَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ ، فَجَاءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمٰعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ تَجِدْ اِسْمٰعِيْلَ فَسَاَلَ اِمْرَاَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا ، ثُمَّ سَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِيْ ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ ، فَشَكَتْ

banglainternet.com

اِلَيْهِ ، قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اَقْرَئِىْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُوْلِىْ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ اِسْمٰعِيْلُ كَاَنَّهُ انَسَ شَيْئًا ، فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ اَحَدٍ ، قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ وَسَاَلَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا فِىْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ ، قَالَ فَهَلْ اَوْصَاكِ بِشَىْءٍ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُوْلُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ : ذَاكِ اَبِىْ وَقَدْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُفَارِقَكِ اَلْحَقِىْ بِاَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ اُخْرٰى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ اِبْرَاهِيْمُ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ، وَدَخَلَ عَلٰى اِمْرَاَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِىْ لَنَا ، قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ ؟ وَسَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ ، وَاَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ ، فَقَالَ : مَاطَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ الْمَاءُ ، قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ اللَّحْمِ وَالْمَاءِ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ فَهُمَا لاَ يَخْلُوْ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ اِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ ، قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِىْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَمُرِيْهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ اِسْمٰعِيْلُ قَالَ هَلْ اَتَاكُمْ مِنْ اَحَدٍ ، قَالَتْ نَعَمْ اَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَاَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَاَلَنِىْ عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ ، فَسَاَلَنِى كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا بِخَيْرٍ ، قَالَ فَاَوْصَاكِ بِشَىْءٍ ، قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يُقْرِأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَأْمُرُكَ اَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ ذَاكَ اَبِىْ وَاَنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِىْ اَنْ اُمْسِكَكِ ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِسْمٰعِيْلَ يَبْرِىْ

banglainternet.com

نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَاهُ قَامَ اِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدِ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمٰعِيْلُ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِى بِاَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ ، قَالَ وَتُعِيْنُنِيْ ؟ قَالَ وَاُعِيْنُكَ ، قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَبْنِىَ هَاهُنَا بَيْتًا وَاَشَارَ اِلٰى اَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلٰى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمٰعِيْلُ يَاْتِىْ بِالْحِجَارَةِ وَاِبْرَاهِيْمُ يَبْنِيْ حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِىْ وَاِسْمٰعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، قَالَ فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتّٰى يَدُوْرَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৩১২৫ আবদুল্লাহ ইব্নে মুহাম্মদ (র) ..... সাঈদ ইব্নে জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাঈল (আ)-এর মায়ের (হাযেরা) নিকট থেকে। হাযেরা (আ) কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ (আ) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। তারপর (আল্লাহ্র হুকুমে) ইব্রাহীম (আ) হাযেরা (আ) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল (আ)-কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা (আ) শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত, ইব্রাহীম (আ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। এরপর ইব্রাহীম (আ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আ)-এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন ? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) কোন ব্যবস্থা। তিনি একথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইব্রাহীম (আ) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (আ) তাঁকে বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ্ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। হাযেরা (আ) বললেন, তাহলে আল্লাহ্ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইব্রাহীম (আ)ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন তিনি কা'বা

banglainternet.com

ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় ... ... যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (১৪ঃ ৩৭) (এ দু'আ করে ইব্‌রাহীম (আ) চলে গেলেন) আর ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে স্বীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে পিপাসিত হলেন, এবং তাঁর (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) শিশু পুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির প্রতি দেখতে লাগলেন। পিপাসায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ করুন অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা' কে একমাত্র তাঁর নিকটমত পর্বত হিসাবে পেলেন। এরপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন আর ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায়ও কাউকে দেখা যায় কিনা ? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন 'সাফা' পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রান্ত তুলে ধরে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের ন্যায় ছুটে চললেন। অবশেষে ময়দান অতিক্রম করে 'মারওয়া' পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা ? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এজন্যই মানুষ (হজ্জ বা উমরার সময়) এ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী করে থাকে। এরপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। (মনোযোগ দিয়ে শুনি।) তিনি একাগ্রচিত্তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তো তোমার শব্দ শুনিয়েছ, আর আমিও শুনেছি)। যদি তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকে (তাহলে আমাকে সাহায্য কর)। হঠাৎ যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফিরিশ্‌তা দেখতে পেলেন। সেই ফিরিশ্‌তা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হাযেরা (আ)-এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধা দিয়ে একে হাউযের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপছে উঠতে থাকলো। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ইসমাঈলের মাকে আল্লাহ্ রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোষে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কূপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, তারপর হাযেরা (আ) পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফিরিশ্‌তা তাঁকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহ্‌র ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে মিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ্ তাঁর আপনজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় আল্লাহ্‌র ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা (আ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশেষে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কার নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল

banglainternet.com

একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাঈল (আ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাঈলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এরপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা (আ) ইন্তিকাল করেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাঈলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। এরপর তিনি পুত্রবধূকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজায় চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। এরপর যখন ইসমাঈল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন (তাঁর পিতা ইব্‌রাহীম (আ)-এর আগমনের) কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল ? স্ত্রী বলল, হাঁ।এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন ? স্ত্রী বলল, হাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের কাছে চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাঈল (আ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং এ লোকদের থেকে অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। এরপর ইব্‌রাহীম (আ) এদের থেকে দূরে রইলেন, আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন। তারপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈল (আ)-এর দেখা পেলেন না। তিনি ছেলের বউয়ের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইব্‌রাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেমন আছ ?

banglainternet.com

তিনি তাদের জীবনযাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছলতার মধ্যেই আছি। আর সে আল্লাহ্‌র প্রশংসাও করলো। ইব্‌রাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি ? সে বলল, গোশ্‌ত্‌। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি ? সে বলল, পানি। ইব্‌রাহীম (আ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্‌! তাদের গোশ্‌ত্‌ ও পানিতে বরকত দিন। নবী ﷺ বলেন, ঐ সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইব্‌রাহীম (আ) সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশ্‌ত্‌ ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারেনা। কেননা, শুধু গোশ্‌ত্‌ ও পানি জীবনযাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে আমার সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। এরপর ইসমাঈল (আ) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি ? সে বলল, হাঁ। একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করলো, (তারপর বললো) তিনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। এরপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন ? সে বললো, হাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। একথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি। এরপর ইব্‌রাহীম (আ) এদের থেকে দূরে রইলেন, যদ্দিন আল্লাহ্‌ চাইলেন। এরপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন,) যমযম কূপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাঈল (আ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেরূপ করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। এরপর ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাঈল। আল্লাহ্‌ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি ? ইসমাঈল (আ) বললেন, আমি আপনার সাহায্য করব। ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ্‌ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে, তখনি তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আ) পাথর আনতেন, আর ইব্‌রাহীম (আ) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ) (মাকামে ইব্‌রাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইব্‌রাহীম (আ) এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইব্‌রাহীম (আ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তাঁরা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব। আমাদের থেকে (একাজ) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কা'বা ঘর তৈরী করতে থাকেন। এবং কা'বা ঘরের চার দিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন। "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ শ্রমটুকু) কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।" (২ ঃ ১২৭)

banglainternet.com

٣١٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهْلِهِ مَاكَانَ خَرَجَ بِاِسْمٰعِيْلَ وَاُمِّ اِسْمٰعِيْلَ ، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ ، فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا ، حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ اِبْرَاهِيْمُ اِلٰى اَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ ، حَتّٰى لَمَّا بَلَغُوْا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَّرَائِهِ يَااِبْرَاهِيْمُ اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قَالَ اِلَى اللّٰهِ ، قَالَتْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ ، قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا حَتّٰى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ ، قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّيْ اُحِسُّ اَحَدًا ، قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ ، وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ اَحَدًا ، فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا ، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتْ وَاَتَتِ الْمَرْوَةَ وَفَعَلَتْ ذٰلِكَ اَشْوَاطًا ، ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِيْ الصَّبِيَّ ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَاِذَا هُوَ عَلٰى حَالِهِ كَاَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا ، فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّيْ اُحِسُّ اَحَدًا ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا ، حَتّٰى اَتَمَّتْ سَبْعًا ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَافَعَلَ فَاِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ اَغِثْ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَاِذَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هٰكَذَا ، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الْاَرْضِ ، قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ ، فَدَهِشَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ ، قَالَ فَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ تَرَكْتُهُ

banglainternet.com

كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا ، قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمْ بِبَطْنِ الْوَادِىْ ، فَاِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْا ذٰلِكَ ، وَقَالُوْا مَايَكُوْنُ الطَّيْرُ اِلاَّ عَلٰى مَاءٍ ، فَبَعَثُوْا رَسُوْلَهُمْ فَنَظَرَ فَاِذَا هُوَ بِالْمَاءِ ، فَاَتَا هُمْ فَاَخْبَرَهُمْ فَاَتَوْا اِلَيْهَا فَقَالُوْا يَا اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا نَكُوْنَ مَعَكِ اَوْ تَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيْهِمِ امْرَاَةً ؟قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ ، فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّىْ مُطَلِّعٌ تَرِكَتِىْ قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ ؟ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ ، قَالَ قُوْلِىْ لَهُ اِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَيْتِكَ ، فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِىْ اِلٰى اَهْلِكِ ، قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّىْ مُطَلِّعٌ تَرِكَتِىْ ، فَجَاءَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ ؟ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ ، فَقَالَتْ اَلاَتَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ ، فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ ، قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ ، قَالَ فَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّىْ مُطَلِّعٌ تَرِكَتِىْ فَجَاءَ فَوَافَقَ اِسْمٰعِيْلَ مَنْ وَّرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلاً لَهُ ، فَقَالَ يَااِسْمٰعِيْلُ اِنَّ رَبَّكَ اَمَرَنِىْ اَنِ ابْنِىْ لَهُ بَيْتًا ، قَالَ اَطِعْ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدْ اَمَرَنِىْ اَنْ تُعِيْنَنِىْ عَلَيْهِ ؟ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلَ ، اَوْكَمَا قَالَ ، قَالَ : فَقَامَا فَجَعَلَ اِبْرَاهِيْمُ يَبْنِىْ وَاِسْمٰعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلاَنِ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، قَالَ حَتّٰى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلٰى نَقْلِ الْحِجَارَةِ ،

banglainternet.com

فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৩১২৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী (সারার) মাঝে যা হওয়ার হয়ে গেল, তখন ইব্‌রাহীম (আ) (শিশুপুত্র) ইসমাঈল এবং তাঁর মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসামাঈল (আ)-এর মা মশক থেকে পানি পান করতেন। ফলে শিশুর জন্য তাঁর স্তন্যে দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইব্‌রাহীম (আ) মক্কায় পৌঁছে হাযেরাকে (শিশুপুত্র ইসমাঈলসহ) একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর ইব্‌রাহীম (আ) আপন পরিবার (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আ)-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, হে ইব্‌রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন ? ইব্‌রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে। হাযেরা (আ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী (ইব্‌ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর হাযেরা (আ) ফিরে আসলেন, তিনি মশক থেকে পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য (তাঁর স্তন্যের) দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল (আ)-এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম! তাহলে হয়ত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী (ইব্‌ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর ইসমাঈল (আ)-এর মা গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। (এরপর যখন নীচু ভূমিতে পৌঁছলেন) তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন। এবং এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশুটি কি করছে। এরপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তাঁর মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যদি সেখানে (আবার) যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম। সম্ভবতঃ কাউকে দেখতে পেতাম। এরপর তিনি গেলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে সে কি করছে। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল (আ)-কে দেখতে পেলেন। রাবী (ইব্‌ন আব্বাস (রা)) বলেন, তখন তিনি (জিবরাঈল) তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এরূপ করলেন অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা যমীনের উপর আঘাত করলেন। রাবী (ইব্‌ন আব্বাস (রা)) বলেন, তখনই পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাঈল (আ)-এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে লাগলেন। রাবী (ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন, হাযেরা (আ) যদি একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী (ইব্‌ন আব্বাস (রা)) বলেন, তখন হাযেরা (আ) পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর সন্তানের জন্য তাঁর দুধ বাড়তে থাকে। রাবী (ইব্‌ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর জুরহুম গোত্রের (ইয়ামন দেশীয়) একদল লোক উপত্যকার নীচু ভূমি দিয়ে

banglainternet.com

অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না আর তারা বলতে লাগল এসব পাখি তো পানি ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন দূত পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মাওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের কাছে ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। এরপর তারা হাযেরা (আ)-এর কাছে এসে বলল, হে ইসমাঈলের মা। আপনি কি আমাদেরকে আপনার কাছে থাকা অথবা (রাবী বলেছেন), আপনার কাছে বসবাস করার অনুমতি দিবেন ? (হাযেরা (আ) তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল)। এরপর তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাঈল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়ে বিয়ে করলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, পুনরায় ইব্রাহীম (আ)-এর মনে জাগল (ইসমাঈল এবং তাঁর মা হাযেরার কথা) তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে (সারা) বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে চাই। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর তিনি (তাদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায় ? ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইব্রাহীম (আ) বললেন, সে যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, "তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।" ইসমাঈল (আ) যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, অতঃপর (তাদের কথা) ইব্রাহীম (আ)-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা) কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি সেখানে আসলেন, এবং (পুত্রবধূকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। পুত্রবধূ তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না ? কিছু পানাহার করবেন না ? তখন ইব্রাহীম (আ) বললেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি ? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হল গোশ্ত আর পানীয় হল পানি। তখন ইব্রাহীম (আ) দু'আ করলেন, "হে আল্লাহ্! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন।" রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, ইব্রাহীম (আ)-এর দু'আর কারণেই (মক্কার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে) বরকত রয়েছে। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, আবার কিছুদিন পর ইব্রাহীম (আ)-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি এলেন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইবরাহীম (আ) ডেকে বললেন, হে ইসমাঈল! তোমার রব তাঁর জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইব্রাহীম (আ) বললেন, তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা কর। ইসমাঈল (আ) বললেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। এরপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইব্রাহীম (আ) ইমারত বানাতে লাগলেন আর ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন আর তাঁরা উভয়ে এ দু'আ করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজ কবূল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং জানেন। রাবী বলেন, এরি মধ্যে প্রাচীর উঁচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ ইব্রাহীম (আ) এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে

banglainternet.com

ইব্‌রাহীমের) পাথরের ওপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাথর এগিয়ে দিতে লাগলেন আর উভয়ে এ দু'আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (২ ঃ ১২৭)

٣١٢٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلُ ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ، ثُمَّ اَيْنَمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَاِنَّ الْفَضْلَ فِيْهِ ـ

৩১২৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরী করা হয়েছে ? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন, মসজিদে আক্‌সা। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। (তিনি আরো বললেন) এরপর তোমার যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফযীলত নিহিত রয়েছে।

٣١٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ ، فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৩১২৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) ..... আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত ওহোদ পাহাড় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ্! ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হরম ঘোষণা করছে আর আমি হরম ঘোষণা করছি এ পাহাড়ের উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানকে (মদীনাকে)। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা)-ও নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٣١٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ اَبِيْ بَكْرٍ اَخْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرَى اَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ ، فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ؟ فَقَالَ : لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاأُرَى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ (ص) اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ ، اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ ، وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ -

৩১২৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আয়েশা (রা)-কে বলেছেন, তুমি কি জান ? তোমার কাউম যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করেছে, তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে তা ছোট করেছে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তা ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করবেন না ? তিনি বললেন, যদি তোমার কউম কুফ্রী থেকে সদ্য আগত না হতো, (তাহলে আমি তা করে দিতাম।) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বললেন, যদি আয়েশা (রা) এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে থাকেন, তবে আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতীমে কা'বার সংলগ্ন দু'টি কোণকে চুমু দেওয়া একমাত্র এ কারণে পরিহার করেছেন যে, কা'বা ঘর ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুরাপুরি নির্মাণ করা হয় নি। রাবী ইসমাঈল (র) বলেন, ইবন আবূ বকর হলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা)।

٣١٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا :

banglainternet.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

৩১৩০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আবূ হুমাঈদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পাঠ করব ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

٣١٣١ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَمُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَرْوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى اَنَّهُ سَمِعَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِيْ ، فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ، فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ

banglainternet.com

৩১৩১ কায়স ইব্ন হাফস ও মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'আব ইব্ন উজরা (রা) আমার সাথে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে

এমন একটি হাদীয়া দেব না যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি ? আমি বললাম হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদীয়াটি দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বায়তের উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে ? কেননা, আল্লাহ্ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার ওপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, "হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইব্রাহীম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইব্রাহীম (আ) এবং ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

٣١٣٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ : اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ـ

৩১৩২ উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... ইব্নে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান এবং হুসাইন (রা)-এর জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা (ইব্রাহীম (আ) ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর জন্য এ দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন। (দু'আটি হলো,) আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালিমাত দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।

٢٠١٠. بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ الْاٰيَةَ لَا تَوْجَلْ لَاتَخَفْ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى الْاٰية

২০১০. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ (হে মুহাম্মদ) আপনি তাদেরকে ইব্রাহীম (আ)-এর মেহমানগণের ঘটনা জানিয়ে দিন। যখন তারা তাঁর নিকট এসেছিলেন(১৫ ঃ ৫১-৫২) لَاتَوْجَلْ ভয় পাবেন না। (মহান আল্লাহ্র বাণী) ঃ স্মরণ করুন যখন ইব্রাহীম (আ) বললেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবন দান করেন। (২ ঃ ২৬০)

banglainternet.com

٣١٣٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ : رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ، وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ ، طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ ـ

৩১৩৩ আহমদ ইব্‌ন সালিহ্ (রা) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, (ইব্‌রাহীম (আ) তাঁর চিত্ত প্রশান্তির জন্য মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একে যদি "শক" বলে অভিহিত করা হয় তবে এরূপ "শক" এর ব্যাপারে আমরা ইব্‌রাহীম (আ) চাইতে অধিক উপযোগী। যখন ইব্‌রাহীম (আ) বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ্ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, হাঁ, (অবশ্যই বিশ্বাস করি।) তা সত্ত্বেও (এ জিজ্ঞাসা এজন্য যে) যাতে আমার চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। (২ ঃ ২৬০) এরপর (নবী ﷺ লুত (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।) আল্লাহ্ লুত (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তিনি (আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের সহায়তার জন্য) একটি সুদৃঢ় খুঁটির (দলের) আশ্রয় চেয়েছিলেন আর আমি যদি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ (আ) কারাগারে ছিলেন তবে (বাদশাহর পক্ষ থেকে) তার ডাকে সাড়া দিতাম।[১]

٢٠١١. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

২০১১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ এবং স্মরণ করুন এই কিতাবে (কুরআনে) ইসমাঈলের কথা, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ (১৯ ঃ ৫৪)

banglainternet.com

১. ইউসুফ (আ) সুদীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত কয়েদখানায় বন্দী থাকার পর বাদশাহ্ যখন মুক্তির হুকুম দিলেন, তখন সাথে সাথে তিনি তা কবূল করলেন না। বরং বললেন, আমার প্রতি আরোপিত কলঙ্ক ও অপরাধের তদন্ত করা হোক। এর মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমি কয়েদখানা ত্যাগ করব না। এখানে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম ধৈর্যের প্রশংসা করা হয়েছে। আর লুত (আ)-এর সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

٣١٣٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى نَفَرٍ مِّنْ اَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْمُوْا بَنِىْ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا اُرْمُوْا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ قَالَ : فَاَمْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِاَيْدِيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكُمْ لَا تَرْمُوْنَ ؟ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَرْمِىْ وَاَنْتَ مَعَهُمْ فَقَالَ اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ ـ

৩১৩৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (ইয়ামানের) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তারা তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বনী ইসমাঈল! তোমরা তীরন্দাজী করে যাও। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ (ইসমাঈল (আ) তীরন্দাজ ছিলেন। সুতরাং তোমরাও তীরন্দাজী করে যাও আর আমি অমুক গোত্রের লোকদের সাথে আছি। রাবী বলেন, (এ কথা শুনে) তাদের এক পক্ষ হাত চালনা থেকে বিরত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হল, তোমরা যে তীরন্দাজী করছ না ? তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি তো তাদের সাথে রয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তীর ছুঁড়তে থাক, আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।

٢٠١٢. بَابُ قِصَّةُ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ النَّبِىُّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২০১২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনা। এ সম্পর্কে ইব্ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

banglainternet.com

٢٠١٣. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ الْاٰيَةِ

২০১৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যখন ইয়াকূব (আ)-এর মৃত্যুকাল এসে হাযির হয়েছিল, তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিলেন (২ ঃ ১৩৩)

٣١٢٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ اَكْرَمُهُمْ اَتْقَاهُمْ ، قَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ : لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ ، قَالَ اَفَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِىْ ؟ قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ

৩১২৫ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, লোকদের মধ্যে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্ ভীরু, সে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত। সাহাবা কিরাম বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ ! আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহ্র নবী ইউসুফ ইব্ন আল্লাহ্র নবী (ইয়াকূব) ইব্ন আল্লাহ্র নবী (ইসহাক) ইব্ন আল্লাহ্র খালীল ইব্রাহীম (আ)। তাঁরা বললেন, আমরা এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আমাকে আরবদের উচ্চ বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ ? তারা বলল, হাঁ। তখন নবী ﷺ বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে থাকেন।

٢٠١٤. بَابُ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ..... فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ

banglainternet.com

২০১৪. পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ স্মরণ করুন, লূতের কথা), যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিলেন; তোমরা কি অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকবে ? ..... এই সতর্ককৃত লোকদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি কতইনা নিকৃষ্ট ছিল (২৭ ঃ ৫৪-৫৮)

٣١٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَاْوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ـ

৩১৩৬ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ লূত (আ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় চেয়েছিলেন।

٢٠١٥. بَابُ قَوْلِهِ : فَلَمَّا جَاءَ اٰلَ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلُوْنَ ، قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُوْنَ اَنْكَرَهُمْ وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ يُهْرَعُوْنَ يُسْرِعُوْنَ ، دَابِرَ اٰخِرَ صَيْحَةً هَلَكَةً لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ لَبِسَبِيْلٍ لَبِطَرِيْقٍ بِرُكْنِهِ بِمَنْ مَعَهُ تَرَكَنُوْا تَمِيْلُوْا لَاَنَّهُمْ قُوَّتُهُ

২০১৫. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র তা'আলার বাণী ঃ এরপর যখন আল্লাহ্র ফিরিশ্তাগণ লূত পরিবারের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক। (১৫ ঃ ৬১-৬২) اَنْكَرَهُمْ ـ نَكِرَهُمْ ـ اِسْتَنْكَرَهُمْ একই অর্থে ব্যবহৃত يُهْرَعُوْنَ অর্থ দ্রুত চলল دَابِرَ অর্থ শেষ صَيْحَةً অর্থ ধ্বংস لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ অর্থ প্রত্যক্ষকারীদের জন্য لَبِسَبِيْلٍ অর্থ রাস্তার بِرُكْنِهِ অর্থ সংগীদেরসহ কেননা, তাঁরাই তার শক্তি। تَرْكَنُوْا অর্থ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল

٣١٣٧ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَاَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ـ

banglainternet.com

৩১৩৭ মাহ্মূদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (দাল دال সহ) পড়েছেন।

٢٠١٦. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا وَقَوْلِهٖ : كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحِجْرُ مَوْضِعُ ثَمُوْدَ وَاَمَّا حَرْثٌ حِجْرٌ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مَمْنُوْعٍ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ حِجْرٌ مَحْجُوْرٌ وَالْحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ تَبْنِيْهِ ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَاَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُوْمٍ ، مِثْلُ قَتِيْلٍ مِنْ مَقْتُوْلٍ وَيُقَالُ لِلْاُنْثٰى مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِجًى ، وَاَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ الْمَنْزِلُ .

২০১৬. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ আর সামূদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই সালিহকে (আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম।) (১১ ঃ ৬১) আল্লাহ্ আরো বলেন, হিজরবাসীরা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। (১৫ ঃ ৮০) اَلْحِجْرُ সামূদ সম্প্রদায়ের বসবাসের স্থান। حَرْثٌ حِجْرٌ অর্থ নিষিদ্ধ ক্ষেত। প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে حجر বলা হয়। আর এ অর্থেই حِجْرٌ مَحْجُوْرٌ বলা হয়ে থাকে। اَلْحِجْرُ তুমি যে সব ভবন নির্মাণ কর। তুমি যমীনের যে অংশে ঘেরাও করে রাখ তাও حجر। এ কারণেই হাতীমে কা'বাকে حِجْرٌ নামে অভিহিত করা হয়। তা যেন حَطِيْم শব্দটি مَحْطُوْمٍ অর্থে ব্যবহৃত যেমন قَتِيْلٍ শব্দটি مَقْتُوْلٌ অর্থে ব্যবহৃত। ঘোড়ীকেও حِجْرٌ বলা হয়। আর বুদ্ধি-বিবেকের অর্থে حِجْرٌ وَحِجًى বলা হয়। তবে حَجْرُ الْيَمَامَةِ একটি স্থানের নাম

٣١٣٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الَّذِيْ عَقَرَ النَّاقَةَ قَالَ انْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُوْعِزٍّ وَمَنَعَةٍ فِيْ قَوْمِهٖ كَاَبِيْ زَمْعَةَ .

banglainternet.com

৩১৩৮ হুমায়দী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি এবং তিনি যে লোক (সালিহ (আ-এর) উটনী যখম করেছিল তার উল্লেখ করেছেন। তিনি

বলেছেন, উট্‌নীকে হত্যা করার জন্য এমন এক লোক (কিদার) তৈরী হয়েছিল যে তার গোত্রের মধ্যে প্রবল ও শক্তিশালী ছিল, যেমন ছিল আবূ যাম'আ।

٣١٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ اَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ اَبُوْ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَمَرَهُمْ اَنْ لاَ يَشْرَبُوْا مِنْ بِئْرِهَا ، وَلاَ يَسْتَقُوْا مِنْهَا ، فَقَالُوْا قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا، وَاسْتَقَيْنَا فَاَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَطْرَحُوْا ذٰلِكَ الْعَجِيْنَ وَيُهْرِيْقُوْا ذٰلِكَ الْمَاءَ وَيُرْوٰى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَاَبِي الشَّمُوْسِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِالْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ -

৩১৩৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মিসকীন আবুল হাসান (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন হিজর নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন এখানের কূপের পানি পান না করে, এবং মশকেও পানি ভরে না রাখে। তখন সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো এর পানি দ্বারা রুটির আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও ভরে রেখেছি। তখন নবী ﷺ তাদেরকে সেই আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাবরা ইব্‌ন মা'বাদ এবং আবুশ শামূস (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর আবূ যার (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, এর পানি দ্বারা যে আটা গুলেছে (সে যেন তা ফেলে দেয়।)

٣١٤٠ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْضَ ثَمُوْدَ الْحِجْرَ وَاسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَاعْتَجَنُوْا بِهِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُهْرِيْقُوْا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَاَنْ يَعْلِفُوْا الْاِبِلَ الْعَجِيْنَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِيْ

banglainternet.com

كَانَ تَرِيْدُهَا النَّاقَةُ * تَابَعَهُ اُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ ـ

৩১৪০ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে সামূদ জাতির আবাসস্থল 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন আর তখন তারা এর কূপের পানি মশক ভরে রাখলেন এবং এ পানি দ্বারা আটা গুলে নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা ঐ কূপ থেকে যে পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ফেলে দেয় আর পানিতে গোলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায় আর তিনি তাদের হুকুম করলেন তারা যেন ঐ কূপ থেকে মশক ভরে নেয় যেখান থেকে (সালিহ (আ)-এর উটনীটি পানি পান করত। উসামা (র) নাফি (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣١٤١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ ـ

৩১৪১ মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (তাবুকের পথে) যখন 'হিজ্‌র' নামক স্থান অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন লোকদের আবাসস্থলে প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্‌ম করেছে। তবে প্রবেশ করতে হলে, ক্রন্দনরত অবস্থায়, যেন তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি অনুরূপ বিপদ না আসে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহনের উপর বসা অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা মোবারক ঢেকে নিলেন।

٣١٤٢ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا اَبِىْ سَمِعْتُ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ـ

banglainternet.com

৩১৪২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাবুকের পথে সাহাবাদেরকে) নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা একমাত্র ক্রন্দনরত অবস্থায়ই এমন লোকদের

আবাসস্থলে প্রবেশ করবে যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুল্‌ম করেছে। তাদের উপর যে মুসিবত এসেছে তোমাদের ওপরও যেন সে মুসিবত না আসে।

٢٠١٧. بَابُ قَوْله : اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ

২০১৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যখন ইয়াকুব-এর নিকট মৃত্যু এসেছিল, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে ? (২ ঃ ১৩৩)

٣١٤٣ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَلْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ـ

৩১৪৩ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সম্মানী ব্যক্তি– যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানী ব্যক্তির, তিনি হলেন, ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (আ)।

٢٠١٨. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيَاتٌ لِلسَّائِلِيْنَ

২০১৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ নিশ্চয়ই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (১২ ঃ ৭)

٣١٤٤ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ

banglainternet.com

خَلِيْلِ اللّٰهِ ، قَالُوْا ، لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِّى النَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ

৩১৪৪ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের মধ্যে যে আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। তারা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তাহলে, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহ্র নবী ইউসুফ ইব্ন আল্লাহ্র নবী (ইয়াকুব) ইব্ন আল্লাহ্র নবী (ইসহাক) ইব্ন আল্লাহ্র খলিল (ইবরাহীম) (আ)। তাঁরা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার কাছে আরবের খনি অর্থাৎ গোত্রগুলোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ ? (তাহলে শুন) মানুষ খনি বিশেষ, জাহিলিয়্যাতের যুগে যারা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তারা ইসলামী জ্ঞান লাভ করে।

٣١٤٥ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا

৩১৪৫ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٤٦ حَدَّثَنَا بَدَلُ ابْنُ الْمُحَبَّرِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ، قَالَتْ اِنَّهُ رَجُلٌ اَسِيْفٌ ، مَتٰى يَقُمْ مَقَامَكِ يَرِقُّ ، فَعَادَ فَعَادَتْ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ ـ

৩১৪৬ বাদল ইব্ন মুহাব্বার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, আবূ বাক্র (রা)-কে বল, তিনি যেন লোকদের সালাত আদায় করিয়ে দেন। আয়েশা (রা) বললেন, তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক। যখন আপনার জায়গায় তিনি দাঁড়াবেন, তখন -বিনম্র অন্তর হয়ে পড়বেন। নবী ﷺ পুনরায় তাই বললেন, আয়েশা (রা) আবারও সেই উত্তর দিলেন, শোবা (র) বলেন,

banglainternet.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললেন, (হে আয়েশা (রা)!) তোমরা ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় নিন্দুক নারীদের মত। আবূ বকরকে বল, (সালাত আদায় করিয়ে দিক)।

٣١٤٧ حَدَّثَنَا رَبِيْعُ ابْنُ يَحْيٰى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ كَذَا فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوْهُ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ فَاَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ رَجُلٌ رَقِيْقٌ -

৩১৪৭ রাবী ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি বললেন, আবূ বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের সালাত আদায় করিয়ে দেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আবূ বকর (রা) তো একজন এমন (কোমল হৃদয়ের) লোক। এরপর নবী ﷺ অনুরূপ বললেন, তখন আয়েশা (রা) ও তদরূপই বললেন, তখন নবী ﷺ বললেন, আবূ বকরকে বল, (যেন সালাত আদায় করিয়ে দেন।) হে আয়েশা! নিশ্চয় তোমরা ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার নিন্দুক নারীদের ন্যায় হয়ে পড়েছ। এরপর আবূ বাক্র (রা) নবী ﷺ -এর জীবনকালে ইমামতী করলেন। রাবী হুসাইন (র) যায়িদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, এখানে رَجُلٌ رَقِيْقٌ এর স্থলে رَجُلٌ আছে অর্থাৎ তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক।

٣١٤٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ، اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ -

৩১৪৮ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ্! আয়্যাশ ইব্ন আবূ রবীআকে (কাফিরদের অত্যাচার হতে) মুক্তি দিন। হে আল্লাহ্! সালাম ইব্ন হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ্! দুর্বল মুমিনদেরকেও মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াওকে মজবুত করুন। হে

banglainternet.com

আল্লাহ্! এ গোত্রের উপর এমন দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন নাযিল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফ (আ)-এর যামানায় হয়েছিল।

٣١٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْمَاءَ هُوَ ابْنِ اَخِيْ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ اَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَاَبَا عُبَيْدٍ اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ اَتَانِي الدَّاعِيْ لَاَجَبْتُهُ ـ

৩১৪৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ লূত (আ)-এর উপর রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় নিয়েছিলেন আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘ সময় জেলখানায় কাটিয়েছেন, আমি যদি অত দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতাম এবং পরে বাদশাহর দূত (মুক্তির আদেশ নিয়ে) আমার নিকট আসত তবে নিশ্চয়ই আমি তার ডাকে সাড়া দিতাম।

٣١٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ اُمَّ رُوْمَانَ وَهِيَ اُمُّ عَائِشَةَ عَمَّا قِيْلَ فِيْهَا مَا قِيْلَ قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ اِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَاَةٌ ، مِنَ الْاَنْصَارِ وَهِيَ تَقُوْلُ فَعَلَ اللّٰهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ اِنَّهُ نَمٰى ذِكْرَ الْحَدِيْثِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَيُّ حَدِيْثٍ فَاَخْبَرَتْهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا اَفَاقَتْ اِلَّا وَعَلَيْهَا حُمّٰى بِنَافِضٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِهٰذِهِ قُلْتُ حُمّٰى اَخَذَتْهَا مِنْ اَجْلِ حَدِيْثٍ تُحُدِّثَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُوْنِيْ وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذِرُوْنِيْ ، فَمَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ ، فَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

banglainternet.com

فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ مَاَنْزَلَ فَاَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ لَا بِحَمْدِ اَحَدٍ -

৩১৫০ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র) ..... মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর মা উম্মে রুমানার নিকট আয়েশার বিষয়ে যে সব মিথ্যা অপবাদের কথা বলাবলি হচ্ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আয়েশার সাথে একত্রে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা একথা বলতে বলতে আমাদের নিকট প্রবেশ করল। আল্লাহ্ অমুককে শাস্তি দিক। আর শাস্তি তো দিয়েছেন। একথা শুনে উম্মে রুমানা (রা) বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম একথা বলার কারণ কি ? সে মহিলাটি বলল, ঐ লোকটিই তো কথাটির চর্চা করছে। তখন আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কথাটির ? এরপর সে আয়েশা (রা)-কে বিষয়টি জানিয়ে দিল। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টি কি আবূ বকর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও শুনেছেন ? সে বলল, হাঁ! এতে আয়েশা (রা) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে তাঁর হুশ ফিরে আসল তবে তাঁর শরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসল। এরপর নবী ﷺ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি হল ? আমি বললাম, তাঁর সম্পর্কে যা কিছু রটেছে তাতে সে (মনে) আঘাত পেয়েছে ফলে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। এ সময় আয়েশা (রা) উঠে বসলেন, আর বলতে লাগলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যদি কসম খেয়ে বলি তবুও আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন না আর যদি উযর পেশ করি তাও আপনারা আমার উযর শুনবেন না। অতএব এখন আমার ও আপনাদের অবস্থা হল ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর সন্তানদের মতো। আপনারা যা বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য চাওয়া হল। এরপর নবী ﷺ ফিরে চলে গেলেন এবং আল্লাহ্ যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন। তখন নবী ﷺ এসে আয়েশা (রা)-কে এ সংবাদ জানালেন। আয়েশা (রা) বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহ্রই প্রশংসা করব, অন্য কারো প্রশংসা নয়।

٣١٥١ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَرَاَيْتِ قَوْلَهُ : حَتّٰى اِذَا اسْتَيْاَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا ، اَوْ كُذِبُوْا ، قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ ، فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا اَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ يَاعُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا بِذٰلِكَ ، قُلْتُ فَلَعَلَّهَا اَوْ كُذِبُوْا ، قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا ، وَاَمَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالَتْ هُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوْهُمْ ،

banglainternet.com

وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوْا اَنَّ اَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ جَاءَ هُمْ نَصْرُ اللّٰهِ * اسْتَيْأَسُوْا اِسْتَفْعَلُوْا مِنْ يَئِسْتُ مِنْهُ اَىْ مِنْ يُوْسُفَ لاَ تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ مَعْنَاهُ مِنَ الرَّجَاءِ ـ

৩১৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র) ..... উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا আয়াতাংশের মধ্যে كُذِبُوْا হবে, না كُذِّبُوْا হবে ? (যাল হরফে তাশদীদ সহ পড়তে হবে না তাশদীদ ব্যতীত) ? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, (এখানে كُذِبُوْا নয়, كُذِّبُوْا হবে) কেননা, তাঁদের কাওম তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। (উরওয়াহ (র) বলেন) আমি বললাম, মহান আল্লাহ্র কসম, রাসূলগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের কাওম তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আর তাতো সন্দেহের বিষয় ছিল না। (কাজেই, এখানে كُذِبُوْا হবে কিভাবে ?) তখন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে উরাইয়্যাহ্! এ ব্যাপারে তাদের তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। (অর্থাৎ এখানে তিনি ظَنٌّ -কে يَقِيْنٌ অর্থে নিয়েছেন।) (উরওয়াহ্ (র) বলেন) আমি বললাম, সম্ভবতঃ এখানে كُذِبُوْا হবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, মাআযাল্লাহ্ (আল্লাহ্র পানাহ্), রসূলগণ কখনো আল্লাহ্ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতেন না। (অর্থাৎ كُذِبُوْا হলে অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ পাক রসূলগণের সাথে মিথ্যা বলেছেন। অথচ রসূলগণ কখনো এরূপ ধারণা করতে পারে না।) তবে এ আয়াত সম্পর্কে আয়েশা (রা) বলেন, তারা রসূলগণের অনুযায়ী যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছেন এবং রসূলগণকে বিশ্বাস করেছেন। তাঁদের উপর আযমায়েশ (ঈমানের পরীক্ষা) দীর্ঘায়িত হয়। তাঁদের প্রতি সাহায্য পৌঁছতে বিলম্ব হয়। অবশেষে রসূলগণ যখন তাঁদের কাওমের লোকদের মধ্যে যারা তাঁদেরকে মিথ্যা মনে করেছে, তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা এ ধারণা করতে লাগলেন যে তাঁদের অনুসারীগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবেন, ঠিক এ সময়ই মহান আল্লাহ্র সাহায্য পৌঁছে গেল। اسْتَيْأَسُوْا শব্দটি اِسْتَفْعَلُوْا -এর ওযনে এসেছে। يَئِسْتُ مِنْهُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তারা ইউসুফ (আ) থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। لاَتَيْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ -এর অর্থ- তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

banglainternet.com

٣١٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمَ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمَ يُوْسُفُ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ ـ

৩১৫২ আবদা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সম্মানিত ব্যক্তি– যিনি সম্মানিত ব্যক্তির, যিনি সম্মানিত ব্যক্তির, যিনি সম্মানিত ব্যক্তির, তিনি হলেন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (আ)।

٢٠١٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ الْاٰيَةَ اُرْكُضْ اِضْرِبْ يَرْكُضُوْنَ يَعْدُوْنَ

২০১৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ (আর স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা। যখন তিনি তাঁর রবকে ডাকলেন .....২১ ঃ ৮৩ (اُرْكُضْ অর্থ আঘাত কর। يَرْكُضُوْنَ অর্থ দ্রুত বলে

٣١٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ يَحْثِىْ فِىْ ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى ، قَالَ بَلٰى يَارَبِّ وَلٰكِنْ لَاغِنٰى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ ـ

৩১৫৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল জু'ফী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, একদা আইয়্যূব (আ) নগ্ন দেহে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দু'হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়্যূব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেই নি ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, হে রব ! কিন্তু আমি আপনার বরকতের অমুখাপেক্ষী নই।

banglainternet.com

٢٠٢٠. بَابٌ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسٰى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا اِلٰى قَوْلِهِ : نَجِيًّا، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلاثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ نَجِيٌّ وَيُقَالُ : خَلَصُوْا نَجِيًّا اعْتَزَلُوْا نَجِيًّا وَالْجَمِيْعُ اَنْجِيَةٌ يَتَنَاجَوْنَ

২০২০. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ আর স্মরণ কর কিতাবে মূসার কথা। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন, বিশেষ মনোনীত অন্তরঙ্গ আলাপে (১৯ ঃ ৫১-৫২) এই تلقف تلقم একবচন দ্বিবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রেও نَجِي বলা হয়। خَلَصُوْا نَجِيًّا অর্থ অন্তরঙ্গ আলাপে নির্জনতা অবলম্বন করা। এর বহুবচন اَنْجِيَةٌ ব্যবহৃত হয়। يَتَنَاجَوْنَ পরস্পর অন্তরঙ্গ আলাপ করে। تلقف অর্থ গ্রাস করে

٣١٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى خَدِيْجَةَ تَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ اِلٰى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقْرَأُ الْاِنْجِيْلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرٰى؟ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى وَاِنْ اَدْرَكَنِيْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ، النَّامُوْسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ -

৩১৫৪ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসূফ (র) ..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী ﷺ (হেরা পর্বতের গুহা থেকে) খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরে আসলেন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তখন খাদীজা (রা) তাঁকে নিয়ে ওয়ারকা ইব্ন নাওফলের নিকট গেলেন। তিনি খৃস্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় (অনুবাদ করে) ইনযীল পাঠ করতেন। ওয়ারকা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি দেখেছেন ? নবী ﷺ তাঁকে সব ঘটনা জানালেন। তখন ওয়ারকা বললেন, এত সেই নামুস (ফিরিশ্‌তা) যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে নাযিল করেছিলেন। আপনার সে সময় যদি আমি পাই, তবে সর্বশক্তি দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব। নামুস অর্থ গোপন তত্ত্ব ও তথ্যবাহী যাকে কেউ কোন বিষয়ে খবর দেয় আর সে তা অপর থেকে গোপন রাখে।

banglainternet.com

٢٠٢١. بَابُ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى اِذْ رَاٰى نَارًا اِلَى قَوْلِهِ : بِالْوَادِيْ الْمُقَدَّسِ طُوًى ، اٰنَسْتُ اَبْصَرْتُ نَارًا لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ الْاٰيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْمُقَدَّسُ الْمُبَارَكُ طُوًى اِسْمُ الْوَادِيْ ، سِيْرَتَهَا حَالَتَهَا ، وَالنُّهٰى اَلتُّقٰى بِمَلْكِنَا بِاَمْرِنَا ، هَوٰى شَقِيَ فَارِغًا اِلاَّ مِنْ ذِكْرِ مُوْسٰى ، رِدْاًى يُصَدِّقُنِيْ ، وَيُقَالُ مُغِيْثًا اَوْ مُعِيْنًا ، يَبْطِشُ ، وَيَبْطُشُ ، يَأْتَمِرُوْنَ يَتَشَاوَرُوْنَ دِرْاً عَوْنًا يَقَالُ قَدْ اردأته عَلٰى صنعته اى اعنته عَلَيْهَا ، وَالْجَذْوَةُ قِطْعَةٌ غَلِيْظَةٌ مِنْ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيْهَا لَهَبٌ ، سَنَشُدُّ سَنُعِيْنُكَ كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا وَقَالَ غَيْرُهُ كُلَّمَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ اَوْ فِيْهِ تَمْتَمَةٌ اَوْ فَأْفَاةٌ ، فَهِيَ عُقْدَةٌ اَزْرِيْ ظَهْرِيْ فَيُسْحِتَكُمْ فَيُهْلِكَكُمْ اَلْمُثْلٰى تَأْنِيْثُ الْاَمْثَلِ يَقُوْلُ بِدِيْنِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمُثْلٰى خُذِ الْاَمْثَلَ ، ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ، يُقَالُ هَلْ اَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِى الْمُصَلّٰى الَّذِيْ يُصَلّٰى فِيْهِ فَاَوْجَسَ اَضْمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيْفَةً لِكَسْرَةِ الْخَاءِ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ عَلٰى جُذُوْعٍ ، خَطْبُكَ بَالُكَ ، مِسَاسَ مَصْدَرٌ مَاسَّهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ ، لَنُذْرِيَنَّهُ الضَّحَاءُ الْحَرُّ قُصِّيْهِ اتَّبِعِيْ اَثَرَهُ وَقَدْ يَكُوْنُ اَنْ تَقُصَّ الْكَلاَمَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدٍ وَعَنْ جَنَابَةٍ (لاتضعفا مكانا سوى متصف بينهم) وَعَنِ اجْتِنَابٍ وَاحِدٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلٰى قَدَرٍ مَوْعِدٍ لاَتَنِيَا يَبَسًا يَابِسًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِىِّ الَّذِيْ اسْتَعَارُوْا مِنْ اٰلِ

banglainternet.com

فِرْعَوْنَ ، فَقَذَفْتُهَا أَلْقَيْتُهَا ، أَلْقَى صَنَعَ فَنَسِيَ مُوْسَى هُمْ يَقُوْلُوْنَهُ أَخْطَأَ الرَّبُّ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلاً فِي الْعِجْلِ

২০২১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে ? তিনি যখন আগুন দেখলেন .... 'তুমি 'তুয়া' নামক এক পবিত্র ময়দানে রয়েছ। (২০ঃ ৯-১৩) آنست نارا অর্থ আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জলন্ত অঙ্গার আনতে পারব .... (২০ঃ ১০) ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন الْمُقَدَّسُ অর্থ বরকতময়। طُوًى একটি উপত্যকার নাম। سِيْرَتَهَا অর্থ তার অবস্থায়। النُّهى অর্থ সাবধানতা অবলম্বন। بِمَلْكِنَا অর্থ আমাদের ইচ্ছামত هَوَى অর্থ ভাগ্যাহত হয়েছে। فَارِغًا অর্থ মূসার স্বরণ ব্যাতীত সব কিছু থেকে শূন্য হয়ে গেল। رِدْاً يُصَدِّقُنِي অর্থ সাহায্যকারী রূপে যেন সে আমাকে সমর্থন করে। এর অর্থ আরো বলা হয় আর্তনাদে সাড়াদানকারী বা সাহায্যকারী। يَبْطُشُ وَيَبْطِشُ একই অর্থ উভয় কিরাআতে। يَأْتَمِرُوْنَ অর্থ পরস্পর পরামর্শ করা। درأ অর্থ সাহায্য করা। বলা হয় اردأته على صنعته অর্থ্যাৎ আমি তার কাজে সাহায্য করেছি। جِذْوَةٍ কাঠের বড় টুকরার অঙ্গার যাতে কোন শিখা। سَنَشُدُّ অর্থ অচিরেই আমি তোমার সাহায্য করব। বলা হয় যখন তুমি কারো সাহায্য করবে তখন তুমি যেন তার পার্শ্বদেশ হয়ে গেলে। এবং অন্যান্যগণ বলেন যে কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে পারেনা অথবা তার মুখ থেকে তা, তা, ফা, ফা উচ্চারিত হয় তাকেই তোতলামী বলে। أَزْرِي অর্থ আমার পিঠ فَيُسْحِتَكُمْ অর্থ- সে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। الْمُثْلَى শব্দটি أَمْثَلُ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ। আয়াতে উল্লিখিত بِطَرِيْقَتِكُمْ– অর্থ তোমাদের দীন। বলা হয়, خُذِ الْمُثْلَى خُذِ الأَمْثَلُ অর্থ - উত্তমটি গ্রহণ করো। ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا অর্থাৎ তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে আসো। বলা হয়, তুমি কি আজ ছফ্ফে উপস্থিত হয়েছিলে অর্থাৎ যেখানে নামায পড়া হয় সেখানে ? فَأَوْجَسَ অর্থ - সে অন্তরে ভয় পোষণ করেছে। خِيْفَةً মূলে خَوْفَةً خَاء অক্ষরে যের হওয়ার কারণে واو– يَاء তে পরিবর্তিত হয়েছে। فِي جُذُوْعِ النَّخْلِ এখানে فِي – عَلَى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। خَطْبُكَ অর্থ - তোমার অবস্থা। مِسَاسَ শব্দটি مَاسَّهُ مِسَاسًا এর مَصْدَر ; لَنَنْسِفَنَّهُ অর্থ - আমি অবশ্যই তাকে উড়িয়ে দিব। الضُّحَاءُ অর্থ পূর্বাহ্ন, যখন সূর্যের তাপ বেড়ে যায়। قُصِّيْهِ তুমি তার পিছনে পিছনে যাও। কখনো এ

banglainternet.com

অর্থেও ব্যবহৃত হয় যে, তুমি তোমার কথা বলো যেমন, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ -এর মধ্যে এ অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ جُنُبٍ অর্থ - দূর থেকে। اجْتَنَابٌ جَنَابَةٌ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর মুজাহিদ (র) বলেন, عَلٰى قَدَرٍ অর্থ - নির্ধারিত সময়ে। لَاتَنِيَا অর্থ দুর্বল হয়োনা। مَكَانًا سُوًى অর্থ - তাদের মধ্যবর্তী স্থান। يَبَسًا অর্থ - শুকনা। مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ অর্থ - যে সব অলংকার তারা ফিরআউনের লোকদের থেকে ধার নিয়েছিল। فَقَذَفْتُهَا অর্থ - আমি তা নিক্ষেপ করলাম। اَلْقٰى অর্থ বানালো। فَنَسِيَ مُوْسٰى অর্থ - তারা বলতে লাগলো, মূসা রবের তালাশে ভুল পথে গিয়েছে। اَنْ لَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا অর্থ - তাদের কোন কথার প্রতি উত্তর সে দেয়না - এ আয়াতাংশ সামেরীর বাছুর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে

٣١٥٥ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِيَ بِهٖ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ، ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ * تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بْنُ اَبِيْ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩১৫৫ হুদবা ইব্ন খালিদ (র) ..... মালিক ইব্ন সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মিরাজ রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের কাছে এও বলেন, তিনি যখন পঞ্চম আকাশে এসে পৌছলেন, তখন হঠাৎ সেখানে হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি হলেন, হারূন (আ) তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন,মারহাবা পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবী। সাবিত এবং আব্বাদ ইব্ন আবূ আলী (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় কাতাদা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٠٢٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ، وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ، وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا - بَابٌ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ ..... مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

banglainternet.com

২০২২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ (হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনার কাছে কি মূসার

বৃত্তান্ত পৌঁছেছে ? (২০ ঃ ৯) আর আল্লাহ্ মূসার সাথে সাক্ষাতে কথাবার্তা বলেছেন। (সূরা নিসা) ৪ ঃ ১৬৪

পরিচ্ছেদ ঃ (মহান আল্লাহ্র বাণী) ফিরআউন বংশের এক ব্যক্তি যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত ..... সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী। (৪০ ঃ ২৮)

٣١٥٦ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ رَاَيْتُ مُوْسٰى وَاِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجُلٌ كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسٰى فَاِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ اَحْمَرُ كَاَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ وَاَنَا اَشْبَهُ وُلْدِ اِبْرَاهِيْمَ بِهٖ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاِنَاءَيْنِ فِىْ اَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِى الْاٰخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبْ اَيَّهُمَا شِئْتَ ، فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ اَخَذْتَ الْفِطْرَةَ ، اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ ـ

৩১৫৬ ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে রাতে আমার মিরাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (আ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন, হালকা পাতলা দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ইয়ামান দেশীয় শানুআ গোত্রের একজন লোক, আর আমি ঈসা (আ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট, গায়ের রং ছিল লাল। যেন তিনি এইমাত্র হাম্মাম থেকে বের হলেন। আর ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সাথে আমার চেহারায় মিল সবচেয়ে বেশী। তারপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিব্রাঈল (আ) বললেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি ফিত্রাত বা স্বভাব ও প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মাতগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

banglainternet.com

٣١٥٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيْهِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوْسَى أَدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَقَالَ عِيْسَى جَعْدٌ مَرْبُوْعٌ ، وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَذَكَرَ الدَّجَّالَ ـ

৩১৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তির একথা বলা উচিৎ হবেনা যে, আমি (নবী) ইউনুস ইব্ন মাত্তার চেয়ে উত্তম। নবী ﷺ একথা বলতে গিয়ে ইউনুস (আ)-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। আর নবী ﷺ মিরাজের রজনীর কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন মূসা (আ) বাদামী রং বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী ছিলেন। যেন তিনি শানুআ গোত্রের একজন লোক। তিনি আরো বলেছেন যে, ঈসা (আ) ছিলেন মধ্যমদেহী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ব্যক্তি। আর তিনি দোযখের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।

٣١٥٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمْ يَصُوْمُوْنَ يَوْمًا يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوْسَى شُكْرًا لِلّٰهِ ، فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوْسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ـ

৩১৫৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি মদীনাবাসীকে এমনভাবে পেলেন যে, তারা একদিন সাওম পালন করে অর্থাৎ সে দিনটি হল আশুরার দিন। (জিজ্ঞাসা করার পর) তারা বলল, এটি একটি মহান দিবস। এ এমন দিন যে দিনে আল্লাহ্ মূসা (আ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এরপর মূসা (আ) শুকরিয়া হিসাবে এদিন সাওম পালন করেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাদের তুলনায় আমি হলাম মূসা (আ)-এর অধিক ঘনিষ্ঠ। কাজেই তিনি নিজেও এদিন সাওম পালন করেছেন এবং (সবাইকে) এদিন সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন।

banglainternet.com

٢٠٢٣. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلاَثِيْنَ لَيْلَةً اِلٰى قَوْلِهِ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، يُقَالُ دَكَّةٌ زَلْزَلَةٌ فَدَكَكْتَا فَدَكَكْنَ جَعَلَ الْجِبَالَ كَالْوَاحِدَةِ ، كَمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا ، وَلَمْ يَقُلْ كُنَّ رَتْقًا مُلْتَصِقَتَيْنِ ، اُشْرِبُوْا ثَوْبٌ مُشْرَبٌ مَصْبُوْغٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اِنْبَجَسَتْ اِنْفَجَرَتْ ، وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا

২০২৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে ত্রিশ রাতের ..... আর আমিই মু'মিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম। (৭ ঃ ১৪২-৪৩) বলা হয় دَكَّةٌ অর্থ ভূকম্পন। আয়াতে উল্লেখিত فَدَكَكْتَا দ্বিবচন বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত। এখানে الْجِبَالَ শব্দটিকে এক ধরে নিয়ে الْاَرْضَ সহ দ্বিবচনরূপে دُكَّتَا বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كَانَتَا رَتْقًا -এর মধ্যে سَمٰوَاتِ এক ধরে দ্বিবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। كُنَّ رَتْقًا বহুবচন বলা হয়নি। رَتْقًا অর্থ পরস্পর মিলিত। اُشْرِبُوْا অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে গোবৎস প্রীতি নিশ্চিত করেছিল। বলা হয় ثَوْبٌ مُشْرَبٌ অর্থ রঞ্জিত কাপড়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন اِنْبَجَسَتْ অর্থ প্রবাহিত হয়েছিল। نَتَقْنَا الْجَبَلَ অর্থ আমি পাহাড়কে তাদের উপর উচিয়ে ছিলাম

٣١٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ ، فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِيْ اَفَاقَ قَبْلِيْ اَمْ جُوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ .

banglainternet.com

৩১৫৯। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। এরপর সর্বপ্রথম আমারই হুশ ফিরে আসবে। তখন আমি মূসা (আ)-কে দেখতে পাব যে, তিনি আরশের খুঁটিগুলোর একটি খুঁটি ধরে রয়েছেন। আমি জানিনা, আমার আগেই কি তাঁর হুশ আসল, না-কি তূর পাহাড়ে বেহুশ হওয়ার প্রতিদান তাঁকে দেয়া হল।

٣١٦٠ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لَمْ يُخَنَّزِ اللَّحْمُ وَلَوْ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ ـ

৩১৬০ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হত, তবে গোশ্‌ত পচন ধরত না। আর যদি (মা) হাওয়া (আ) না হতেন, তাহলে কোন সময় কোন নারী তার স্বামীর খেয়ানত করত না।

٢٠٢٤. بَابُ طُوْفَانٌ مِّنَ السَّيْلِ ، يُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيْرِ طُوْفَانٌ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَمِ حَقِيْقٌ حَقٌّ سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِيْ يَدِهِ

২০২৪. পরিচ্ছেদ ঃ বন্যা জনিত তুফান, মড়ককেও তুফান বলা হয়। الْقُمَّلُ কীট যা ছোট ছোট উকুনের ন্যায় হয়ে থাকে। حَقِيقٌ স্থির নিশ্চিত। سُقِطَ লজ্জিত। আর যে লজ্জিত হয়, সে অধমুখে পতিত হয়

٢٠٢٥ بَابُ حَدِيْثُ الْخَضِرِ مَعَ مُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

২০২৫. পরিচ্ছেদ ঃ খাযির (আ) ও মূসা (আ)-এর সম্পর্কিত ঘটনা

٣١٦١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ فِيْ صَاحِبِ مُوْسٰى ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّيْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِيْ هٰذَا فِيْ صَاحِبِ

banglainternet.com

مُوْسٰى الَّذِىْ سَاَلَ السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهٖ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهٗ قَالَ نَعَمْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : بَيْنَمَا مُوْسٰى فِىْ مَلَاءٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ جَاءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لَا : فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ ، فَسَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ وَالْحُوْتُ اٰيَةً ، وَقِيْلَ لَهٗ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ يَتْبَعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوْسٰى فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ، قَالَ مُوْسٰى : ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَ خَضِرًا ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِىْ قَصَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ ـ

৩১৬১ আম্‌র ইব্‌ন মুহম্মদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং হুর ইব্‌ন কায়েস ফাযারী মূসা (আ)-এর সাথীর ব্যাপারে বিতর্ক করছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি হলেন, খাযির। এমনি সময় উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) তাদের উভয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি এবং আমার এ সাথী মূসা (আ)-এর সাথী সম্পর্কে বিতর্ক করছি, যাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মূসা (আ) পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর কাছে একজন লোক আসল এবং জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এমন কাউকে জানেন, যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ? তিনি বললেন, না। তখন মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ ওহী পাঠায়ে জানায়ে দিলেন, হাঁ, (তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী) আমার বান্দা খাযির। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। তখন তাঁর জন্য একটি মাছ নিদর্শন হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল এবং তাকে বলে দেওয়া হল, যখন তুমি মাছটি হারাবে, তখন তুমি পিছনে ফিরে আসবে, তাহলেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। তারপর মূসা (আ) নদীতে মাছের পিছে পিছে চলছিলেন, এমন সময় মূসা (আ)-কে তাঁর খাদেম বলে উঠল, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ? আমরা যখন ঐ পাথরটির কাছে অবস্থান করছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বস্তুতঃ তার স্মরণ থেকে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।"(১৮: ৬৩) মূসা (আ) বললেন, আমরা তো সে স্থানেরই অনুসন্ধান করছিলাম। অতএব তাঁরা উভয়ে পিছনে ফিরে চললেন, এবং খাযিরের সাক্ষাৎ পেলেন। (১৮ ঃ ৬৪) তাঁদের উভয়েরই অবস্থার বর্ণনা ঠিক তাই যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٣١٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعَمُ أَنَّ مُوْسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوْسٰى أُخَرُ ، فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مُوْسٰى قَامَ خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، قَالَ لَهُ بَلْ لِيْ عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِيْ بِهِ ، وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ أَيْ رَبِّ : وَكَيْفَ لِيْ بِهِ ، قَالَ تَأْخُذُ حُوْتًا ، فَتَجْعَلُهُ فِيْ مِكْتَلٍ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ فَهُوَ ثَمَّهُ فَأَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِيْ مِكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ ، حَتّٰى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا ، فَرَقَدَ مُوْسٰى وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللّٰهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ فِيْ مِثْلِ الطَّاقِ فَقَالَ هٰكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلِهِمَا وَيَوْمِهِمَا حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ، وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللّٰهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ، فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا ، قَالَ لَهُ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِيْ فَارْتَدَّا عَلٰى آثَارِهِمَا قَصَصًا رَجَعَا

banglainternet.com

يَقُصَّانِ اٰثَارَهُمَا حَتّٰى اِنْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ ، فَاِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ
فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلَامُ ، قَالَ اَنَا مُوْسٰى،
قَالَ مُوْسٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ؟ قَالَ نَعَمْ اَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِىْ مِمَّا عُلِّمْتَ
رُشْدًا قَالَ يَامُوْسٰى اِنِّىْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ اللّٰهُ لَا تَعْلَمُهُ
وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهُ ، قَالَ هَلْ اَتَّبِعُكَ ؟
قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ
خُبْرًا اِلٰى قَوْلِهٖ اَمْرًا ، فَنْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّتْ
بِهِمَا سَفِيْنَةٌ كَلَّمُوْهُمْ اَنْ يَحْمِلُوْهُمْ ، فَعَرَفُوْا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُ بِغَيْرِ
نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ جَاءَ عُصْفُوْرٌ ، فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ
السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ فِى الْبَحْرِ نَقْرَةً اَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَامُوْسٰى
مَانَقَصَ عِلْمِىْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ
بِمِنْقَارِهٖ مِنَ الْبَحْرِ ، إِذْ أَخَذَ الْفَاسَ فَنَزَعَ لَوْحًا فَلَمْ يَفْجَأْ مُوْسٰى إِلاَّ
وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّوْمِ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى مَاصَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ
نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ ، فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
إِمْرًا قَالَ أَلَمْ اَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ، قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا
نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِىْ مِنْ أَمْرِىْ عُسْرًا ، فَكَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى
نِسْيَانًا ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوْا بِغُلاَمٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَأَخَذَ
الْخَضِرُ بِرَأْسِهٖ فَقَلَعَهُ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهٖ كَأَنَّهُ
يَقْطِفُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ

banglainternet.com

جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ، قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا ، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارً فَاقَامَهُ يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَائِلاً أَوْمَأَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُوْنَا وَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِدْنَا أَنَّ مُوْسَى كَانَ صَبَرَ فَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا ، قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسَى لَوْكَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا، قَالَ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ لِيْ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ ، قِيْلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرٍو أَوْ تَحَفَّظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ ، فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ ، وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍو غَيْرِيْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُشْرَمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ ـ

৩১৬২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললাম, নাওফল বিক্কালী ধারণা করছে যে, খাযিরের সঙ্গী মূসা বনী ইসরাঈলের নবী মূসা (আ) নন; নিশ্চয়ই তিনি অপর কোন মূসা। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন

banglainternet.com

ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ? তিনি বললেন, আমি। মূসা (আ)-এর এ উত্তরে আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। কেননা তিনি জ্ঞানকে আল্লাহ্র দিকে সম্পর্কিত করেন নি। আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, বরং দুই নদীর সংযোগ স্থলে আমার একজন বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! তাঁর কাছে পৌছতে কে আমাকে সাহায্য করবে ? কখন সুফিয়ান এভাবে বর্ণনা করেছেন, হে আমার রব! আমি তাঁর সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করব ? আল্লাহ্ বললেন, তুমি একটি মাছ ধর এবং তা (ভাজা করে) একটি থলের মধ্যে ভরে রাখ। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। তারপর মূসা (আ) একটি মাছ ধরলেন এবং (তা ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখলেন। এরপর তিনি এবং তাঁর সাথী ইউশা ইব্ন নূন চলতে লাগলেন অবশেষে তাঁরা উভয়ে (নদীর তীরে) একটি পাথরের নিকট এসে পৌছে তার উপরে উভয়ে মাথা রেখে বিশ্রাম করলেন। এ সময় মূসা (আ) ঘুমিয়ে পড়লেন আর মাছটি (জীবিত হয়ে) নড়াচড়া করতে করতে থলে থেকে বের হয়ে নদীতে নেমে গেল। এরপর সে নদীতে সুড়ঙ্গ আকারে আপন পথ করে নিল আর আল্লাহ্ মাছটির চলার পথে পানির গতি থামিয়ে দিলেন। ফলে তার গমন পথটি সুড়ঙ্গের ন্যায় হয়ে গেল। এ সময় নবী ﷺ হাতের ইশারা করে বললেন, এভাবে সুড়ঙ্গের মত হয়েছিল। এরপর তাঁরা উভয়ে অবশিষ্ট রাত এবং পুরো দিন পথ চললেন। অবশেষে যখন পরের দিন ভোর হল তখন মূসা (আ) তাঁর যুবক সাথীকে বললেন, আমার ভোরের খাবার আন। আমি এ সফরে খুব ক্লান্তি অনুভব করছি। বস্তুতঃ মূসা (আ) যে পর্যন্ত আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম না করছেন সে পর্যন্ত তিনি সফরে কোন ক্লান্তিই অনুভব করেন নি। তখন তাঁর সাথী তাঁকে বললেন, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম (তখন মাছটি পানিতে চলে গেছে) মাছটি চলে যাওয়ার কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। প্রকৃতপক্ষে আপনার কাছে তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃ মাছটি নদীতে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নিয়েছে। (রাবী বলেন) পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গের মত আর তাঁদের জন্য ছিল একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মূসা (আ) তাকে বললেন, সে তাইতো সেই স্থান যা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। এরপর উভয়ে নিজ নিজ পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে পিছনের দিকে ফিরে চললেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে সেই পাথরটির কাছে এসে পৌছলেন এবং দেখলেন সেখানে একজন লোক কাপড়ে আবৃত হয়ে আছেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, এখানে সালাম কি করে এলো ? তিনি বললেন, আমি মূসা (আমি এ দেশের লোক নই।) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বনী ইসরাঈলের (নবী) মূসা ? তিনি বললেন, হাঁ, আমি আপনার নিকট এসেছি, সরল সঠিক জ্ঞানের ঐ সব কথাগুলো শিখার জন্যে যা আপনাকে শিখানো হয়েছে। তিনি বললেন, হে মূসা! আমার আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে যা আল্লাহ্ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনি তা জানেন। আর আপনারও আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে, যা আল্লাহ্ আপনাকে শিখিয়েছেন, আমি তা জানিনা। মূসা (আ) বললেন, আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি ? খাযির (আ) বললেন, আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবেন না আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্য রাখবেন কি করে, যার রহস্য অনুধাবন করা আপনার জানা নেই ? (মূসা (আ) বললেন, ইন্শা আল্লাহ্ আপনি আমাকে একজন ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোন নির্দেশই অমান্য করব না। এরপর তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হয়ে নদীর তীর দিয়ে

banglainternet.com

চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা তাদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। তারা খাযির (আ)-কে চিনে ফেললেন এবং তারা তাঁকে তাঁর সঙ্গীসহ পারিশ্রমিক ব্যতিরেকেই নৌকায় তুলে নিল। তাঁরা দু'জন যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির এক পাশে বসল এবং একবার কি দু'বার নদীর পানিতে সে তার ঠোঁট ডুবাল। খাযির (আ) বললেন, হে মূসা (আ)! আমার এবং তোমার জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান হতে ততটুকুও হ্রাস পায়নি যতটুকু এ পাখিটি তার ঠোঁটের সাহায্যে নদীর পানি হ্রাস করেছে। তারপর খাযির (আ) হঠাৎ করে একটি কুঠার নিয়ে নৌকার একটি তক্তা খুলে ফেললেন, মূসা (আ) অকস্মাৎ দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেলেন তিনি কুঠার দিয়ে একটি তক্তা খুলে ফেলেন। তখন তাঁকে তিনি বললেন, আপনি এ কি করলেন ? লোকেরা আমাদের পারিশ্রমিক ছাড়া নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি তাদের নৌকার আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন ? এত আপনি একটি গুরুতর কাজ করলেন। খাযির (আ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি কখনও আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না ? মূসা (আ) বললেন, আমি যে বিষয়টি ভুলে গেছি, তার জন্য আমাকে দোষারোপ করবেন না। আর আমার এ আচরণে আমার প্রতি কঠোর হবেন না। মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে প্রথম এই কথাটি ছিল ভুলক্রমে। এরপর যখন তাঁরা উভয়ে নদী পার হয়ে আসলেন, তখন তাঁরা একটি বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলছিল। খাযির (আ) তার মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে ছেলেটির ঘাড় পৃথক করে ফেললেন। একথাটি বুঝানোর জন্য সুফিয়ান (র) তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ দ্বারা এমনভাবে ইশারা করলেন যেন তিনি কোন জিনিস ছিড়ে নিচ্ছিলেন। এতে মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি একটি নিষ্পাপ ছেলেকে বিনা অপরাধে হত্যা করলেন ? নিশ্চয়ই আপনি একটি গর্হিত কাজ করলেন। খাযির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না ? মূসা (আ) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। কেননা আপনার উযর আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে। এরপর তাঁরা চলতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক লোকালয়ে এসে পৌছলেন। তাঁরা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁদের মেহ্‌মানদারী করতে অস্বীকার করল। তারপর তাঁরা সেখানেই একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তা একদিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। খাযির (আ) তা নিজের হাতে সোজা করে দিলেন। রাবী আপন হাতে এভাবে ইশারা করলেন । আর সুফিয়ান (র) এমনিভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিকে উচিয়ে দিচ্ছেন। "ঝুঁকে পড়েছে" একথাটি আমি সুফিয়ানকে মাত্র একবার বলতে শুনেছি। মূসা (আ) বললেন, তারা এমন মানুষ যে, আমরা তাদের কাছে আসলাম, তারা আমাদেরকে না খাবার পরিবেশন করল, না আমাদের মেহমানদারী করল আপনি এদের প্রাচীর সোজা করতে গেলেন। আপনি ইচ্ছা করলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খাযির (আ) বললেন, এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হল। তবে এখনই আমি আপনাকে অবহিত করছি ওসব কথার গুঢ় রহস্য, যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি। নবী ﷺ বলেছেন, আমাদেরতো ইচ্ছা যে, মূসা (আ) ধৈর্যধারণ করলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো অনেক বেশী খবর বর্ণিত হতো। সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ

banglainternet.com

করুন। তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে তাদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদের কাছে আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হতো। রাবী (সাঈদ ইব্ন জুবায়র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) এখানে পড়েছেন, তাদের সামনে একজন বাদশাহ ছিল, সে প্রতিটি নিখুঁত নৌকা যবরদস্তিমূলক ছিনিয়ে নিত। আর সে ছেলেটি ছিল কাফির, তার মা-বাবা ছিলেন মুমিন। তারপর সুফিয়ান (র) আমাকে বলেছেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর (আমর ইব্ন দীনার) থেকে দু'বার শুনেছি এবং তাঁর নিকট হতেই মুখস্থ করেছি। সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে শুনার আগেই তা মুখস্থ করেছেন না অপর কোন লোকের নিকট শুনে তা মুখস্থ করেছেন ? তিনি বললেন, আমি কার নিকট থেকে তা মুখস্থ করতে পারি ? আমি ছাড়া আর কেউ কি এ হাদীস আমরের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন ? আমি তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি দুইবার কি তিনবার। আর তাঁর থেকেই তা মুখস্থ করেছি। আলী ইব্ন খুশরম (র) সুফিয়ান (র) সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلٰى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ ، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ -

৩১৬৩ মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আসবাহানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, খাযির (আ)-কে খাযির নামে অভিহিত করার কারণ হলো এই যে, একদা তিনি ঘাস-পাতা বিহীন শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। সেখান থেকে তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ হয়ে গেল। (এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম খাযির হয়ে যায়।)

٢٠٢٦. بَابُ

২০২৬. পরিচ্ছেদ ঃ

٣١٦٤ حَدَّثَنِيْ إِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لِبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ -

banglainternet.com

৩১৬৪ ইসহাক ইব্‌ন নাসর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা দ্বার দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর আর মুখে বল, 'হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও।) কিন্তু তারা এ শব্দটি পরিবর্তন করে ফেলল এবং প্রবেশ দ্বার দিয়ে যেন জানু নত না করতে হয় সে জন্য তারা নিজ নিজ নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে শহরে প্রবেশ করল আর মুখে বলল, "হাব্বাতুন্ ফী শা'আরাতিন"(অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! আমাদেরকে যবের দানা দাও।)

٣١٦٥ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلاَسٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيْرًا لاَيُرٰى مِنْ جِلْدِهٖ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَاٰذَاهُ مَنْ اٰذَاهُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَقَالُوْا مَا يَسْتَتِرُ هٰذَا التَّسَتُّرَ ، إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهٖ إِمَّا بَرَصٍ وَإِمَّا أُدْرَةٍ ، وَإِمَّا آفَةٍ ، وَإِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوْا لِمُوْسٰى ، فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلٰى ثِيَابِهٖ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهٖ فَأَخَذَ مُوْسٰى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ حَجَرُ ثَوْبِيْ حَجَرُ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى مَلاَمِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَأَبْرَاهُ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ، وَقَامَ حَجَرُ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللّٰهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهٖ ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْخَمْسًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا -

banglainternet.com

৩১৬৪ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন। তাঁর দেহের কোন

অংশ খোলা দেখা যেতনা তা থেকে তিনি লজ্জাবোধ করতেন। বণী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে খুব কষ্ট দিত। তারা বলত, তিনি যে শরীরকে এত বেশী ঢেকে রাখেন, তার একমাত্র কারণ হলো, তাঁর শরীরে কোন দোষ আছে। হয়ত শ্বেত রোগ অথবা একশিরা বা অন্য কোন রোগ আছে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন মূসা (আ) সম্পর্কে তারা যে অপবাদ রটিয়েছে তা থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। এরপর একদিন নির্জন স্থানে গিয়ে তিনি একাকী হলেন এবং তাঁর পরণের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন, তারপর গোসল করলেন, গোসল সেরে যখনই তিনি কাপড় নেয়ার জন্য সেদিকে এগিয়ে গেলেন তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। এরপর মূসা (আ) তাঁর লাঠিটি হাতে নিয়ে পাথরটির পেছনে পেছনে ছুটলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমার কাপড় হে পাথর! হে পাথর! পরিশেষে পাথরটি বনী ইসরাঈলের একটি জন সমাবেশে গিয়ে পৌছল। তখন তারা মূসা (আ)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখল যে তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং তারা তাঁকে যে অপবাদ দিয়েছিল সে সব দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। আর পাথরটি থামল, তখন মূসা (আ) তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহ্‌র কসম! এতে পাথরটিতে তিন, চার, কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। আর এটিই হলো আল্লাহ্‌র এ বাণীর মর্মঃ হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়োনা যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন তা থেকে যা তারা রটনা করেছিল। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদাবান। (৩৩ ঃ ৬৯)

٣١٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتّٰى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ـ

৩১৬৬ আবুল ওয়ালীদ (রা).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা কিছু জিনিস (লোকদের মধ্যে) বন্টন করেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এতো এমন ধরনের বন্টন যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়নি। এরপর আমি নবী ﷺ -এর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন, এমনকি তাঁর চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন তাঁকে এর চেয়ে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

banglainternet.com

٢٠٢٧. بَابٌ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَعْكُفُوْنَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ وَلِيُتَبِّرُوْا يُدَمِّرُوْا مَا عَلَوْا مَا غَلَبُوْا

২০২৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতীর নিকট উপস্থিত হয়। (৭ঃ ১৩৮) مُتَبَّرٌ অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত। وَلِيُتَبِّرُوْا অর্থ যেন তারা ধ্বংস হয়। مَا عَلَوْا অর্থ যা অধিকারে এনেছিল

٣١٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوْا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ ، قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا ـ

৩১৬৭ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে 'কাবাস' (পিলু) গাছের পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এর মধ্যে কালোগুলো নেওয়াই তোমাদের উচিৎ। কেননা এগুলোই বেশী সুস্বাদু। সাহাবাগণ বললেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছিলেন ? তিনি জওয়াব দিলেন, প্রত্যেক নবীই তা চরিয়েছেন।

٢٠٢٨. بَابٌ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً الْآيَةَ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَوَانٌ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهَرِمَةِ فَاقِعٌ صَافٍ لاَذَلُوْلٌ لَمْ يُذْلِلْهَا الْعَمَلُ ، تُثِيْرُ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِذَلُوْلٍ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلاَ تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ، مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُيُوْبِ، لاَشِيَةَ بَيَاضٌ صَفْرَاءُ إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءَ وَيُقَالُ صَفْرَاءُ كَقَوْلِهِ جِمَالاَتٌ صُفْرٌ فَادَّارَأْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ ـ

banglainternet.com

২০২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর স্মরণ করুন, যখন মূসা (আ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহের আদেশ দিয়েছেন। (২ঃ ৬৭) আবুল আলীয়া (র) বলেন, عَوَانٌ বুড়ো ও বাছুর উভয়ের মাঝামাঝি; فَاقِعٌ উজ্জ্বল গাঢ়। لَا ذَلُولٌ অর্থ, যা কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। تُثِيْرُ الْاَرْضَ জমি চাষে অর্থাৎ গাভীটি এমন যা ভূমি কর্ষণে ও চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় নি। مُسَلَّمَةٌ যা সকল ত্রুটি ও খুঁত থেকে মুক্ত। لَاشِيَةَ কোন দাগ নেই। হলুদ ও সাদা বর্ণের। তুমি ইচ্ছা করলে কালোও বলতে পারো। আরোও বলা হয় এর অর্থ হলুদ বর্ণের। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বানী ঃ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ পীতবর্ণের উটসমূহ। فَادَّارَأْتُمْ – তোমরা পরস্পর মত বিরোধ করছিলে

٢٠٢٩. بَابُ وَفَاةِ مُوْسٰى وَذِكْرِهِ بَعْدُ

২০২৯. পরিচ্ছেদ ঃ মূসা (আ)-এর ওফাত ও পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা

٣١٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِيْ إِلٰى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ؟ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ ، قَالَ فَالْآنَ قَالَ فَسَأَلَ اللّٰهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ ، قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

banglainternet.com

৩১৬৮ ইয়াহ্ইয়া ইবন মূসা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মওতের ফিরিশ্‌তাকে মূসা (আ)-এর নিকট তাঁর (জান কবযের) জন্য পাঠান হয়েছিল। ফিরিশ্‌তা যখন তাঁর নিকট

find more @ next part, only on banglainternet.com